NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সিলেক্টেডের সাইড ইফেক্ট

কোচের উপর ক্ষুব্ধ বাবর ৭

কলকাতা ৪ অক্টোবর ২০২৪ ১৭ আশ্বিন ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.10.2024, Vol.18, Issue No. 116 8 Pages, Price 3.00

টালা প্রত্যয়ের দুর্গা পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের দুর্গা পুজোর উদ্বোধনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

ছবি: অদিতি সাহা

প্রত্যাহার হোক পূর্ণ কর্মবিরতি, চলুক প্রতিবাদ-আন্দোলন

জুনিয়রদের পরামর্শ সিনিয়র চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের পাশেই রয়েছেন সিনিয়র ডাক্তারেরা। শুরুর দিন থেকে তাঁদের সমর্থনও জানিয়ে এসেছেন। তবে এ বার সিনিয়র ডাক্তারেরা চাইছেন আন্দোলন, প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পূর্ণ কর্মবিরতির পথ থেকে সরে আসুন জুনিয়র ডাক্তারেরা। বৃহস্পতিবার আরজি করের অডিটোরিয়ামে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় এমনই মত সিনিয়রদের একাংশের। জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠক থেকে বার হয়ে আরজি করের এক সিনিয়র ডাক্তার তাপস প্রামাণিক জানালেন, কর্মবিরতি তুলে নিয়ে যদি অন্য কোনও ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়টি বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। যদিও কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হবে কি না, সেটি পুরোপুরি জুনিয়র ডাক্তারদের সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করছে বলে জানান তিনি।

প্রথম বারের কর্মবিরতির সময়ে হাসপাতালে রোগী পরিষেবায় জুনিয়র ডাক্তারদের অভাব অনেকাংশে পূরণ করেছিলেন সিনিয়র ডাক্তারেরা। অতিরিক্ত সময় কাজ করে রোগী পরিষেবা সচল রাখার চেষ্টা চালিয়েছেন সিনিয়রেরা। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে সিনিয়র ডাক্তারের জানিয়েছেন, এখনও যদি জুনিয়র ডাক্তারেরা কর্মবিরতি চালিয়ে যান, সে ক্ষেত্রে সিনিয়রেরা আগের মতোই পরিষেবা দিয়ে যাবেন। তবে সিনিয়রদের তরফে কোনও সিদ্ধান্ত জুনিয়র ডাক্তারদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি বলেই জানান সিনিয়র ডাক্তারেরা।

কর্মবিরতি যাতে অন্তত আংশিক প্রত্যাহার করা হয়, সেই পরামর্শও দিয়েছেন সিনিয়রদের কেউ কেউ। রোগীস্বার্থের কথা বিবেচনা করে যাতে জুনিয়র ডাক্তারেরা কর্মবিরতি কিছুটা শিথিল করেন, সেই প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁরা। এক সিনিয়র চিকিৎসক কথায়, রোগী পরিষেবা যতটা সম্ভব সচল রাখার চেষ্টা করছেন সিনিয়রেরা। কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলিতে জুনিয়র ডাক্তারদের সাহায্য ছাড়া বিপুল রোগীর চাপ সামাল দিতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে সিনিয়র ডাক্তারদের।

রাজ্যের একাধিক প্রান্তে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি পুজোর মরশুম চলছে। এই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কথাও জুনিয়র ডাক্তারদের জানান সিনিয়রেরা। সে ক্ষেত্রে প্রস্তাব, জুনিয়র ডাক্তারেরা কাজে যোগ দিয়ে আন্দোলনকে অন্য কোনও উপায়ে এগিয়ে নিয়ে যান। তবে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে যে তাঁরা পাশে রয়েছেন, সেই বার্তাও দিয়েছেন সিনিয়রেরা। অডিটোরিয়াম থেকে বার হয়ে এক সিনিয়র ডাক্তার বলেন, 'আন্দোলন কখনও বন্ধ হবে না। বিচার চাই আমরা। যত দিন পর্যন্ত না বিচার মিলছে, আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।' তাঁরা শুধু চাইছেন কর্মবিরতির বদলে আন্দোলনকে অন্য কোনও উপায়ে জিইয়ে রাখা হোক।

কর্মবিরতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের প্রতিবাদে বিচার চেয়ে এবং হাসপাতালে নিরাপত্তার কয়েক দফা দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। পালন করছেন কর্মবিরতি। তাঁদের সেই কর্মবিরতির বিরুদ্ধে এবার মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। অভিযোগ, কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আইনের বাইরে গিয়ে তাঁরা কর্মবিরতি পালন করছেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে আজ এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেল বাংলা

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল বাংলা। মারাঠি, পালি, প্রাকৃত, অসমীয়ার সঙ্গে বাংলাকেও 'ক্ল্যাসিক্যাল' ভাষার মর্যাদা দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের। ফলে এই তালিকায় জায়গায় পাওয়া ভাষার সংখ্যা দাঁড়াল ১১। যা আগে ছিল ৬। আগে এই তালিকায় ছিল তামিল, সংস্কৃত, তেলুগু, কন্নড়, মালায়লাম এবং ওড়িয়া। তামিলকে ২০০৪ সালে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। শেষ ২০১৪ সালে ওড়িয়া ভাষা ধ্রুপদী ভাষার তকমা পায়।

প্রসঙ্গত, বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সূত্রের খবর, সাহিত্য অ্যাকাডেমি নিয়ন্ত্রণাধীন লিঙ্গুইস্টিক এক্সপার্ট কমিটি গত ২৫ জুলাইয়ের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা-সহ মোট পাঁচটি ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশেষে তাতেই চূড়ান্ত সিলমোহর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার।

ইতিমধ্যে এ খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে লিখছেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অবশেষে ভারত সরকার বাংলাকে একটি ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে আমরা এর জন্য একাধিকবার দরবার করেছিলাম। কেন আমরা এই দাবি করেছিলাম তার সপক্ষে একাধিক গবেষণাপত্রও জমা দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এদিন সন্ধ্যায় আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে। আমাদের গবেষণাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। তিনি লিখেছেন, 'বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত। বিশেষ করে যখন দুর্গা পুজোর মতো পবিত্র সময় এখন। বাংলা সাহিত্যে বহু বছর ধরেই বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। সারা বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষকে এই উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'উৎসবে ফিরছেন' আম জনতা

গতবারের থেকে এবারে বেশি পুজো হচ্ছে: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্যা পরিস্থিতি ও আরজি কর-কাণ্ডের জেরে এবার উৎসবে না ফেরার বার্তা দিয়েছিলেন আন্দোলনকারী ও তাদের সমর্থকদের একাংশ। বহু জায়গায় পুজো করা নিয়ে সংশয়ে ছিলেন উদ্যোক্তারাও। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, গতবারের চেয়েও এবারে বেশি পুজো হচ্ছে রাজ্যে। বৃহস্পতিবার পুজো উদ্বোধনে গিয়ে তাঁর প্রাথমিক হিসেবও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন বরিষা ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বন্যার জন্য ভেবেছিলাম এবারে পুজোর অনুষ্ঠানগুলো নাও হতে পারে, পরে দেখলাম গতবারের চেয়ে এবারে আরও বেশি রিকোয়েস্ট আসছে।'

সংখ্যাটা কত? টানা তিনদিনে গড়ে ৪০০টি করে মোট ১২০০ পুজোর উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এগুলি শুধুমাত্র জেলার। এছাড়াও সময়াভাবে বহু রিকোয়েস্ট ফিরিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার লেকটাউনে শ্রীভূমি দিয়ে পুজোর

উদ্বোধনের কাজ শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার চেতলা অগ্রণী-সহ কলকাতার একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন। এদিনও আলিপুর, ৭৪ পল্লী, ২৫ পল্লী, টালা প্রত্যয়-সহ একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন মমতা।

বরিষার উদ্বোধনে সংক্ষিপ্ত ভাষণে মমতা বলেন, 'বুধবার অগ্রণী ক্লাবের উদ্বোধন থেকে সাড়ে ৩০০ জেলার পুজোর উদ্বোধন করেছি। আগামীকাল শুক্রবার ত্রিধারা থেকে ৪০০ পুজোর উদ্বোধন করব। পরের দিন পুলিশের বডি গার্ড লাইনস থেকে জেলার আরও ৪০০ পুজোর উদ্বোধন করব। বুঝতেই পারছেন, এই ক'দিন টাফ শিডিউল। নাও করতে পারি না, কারণ, তাঁরা চায়, আমি উদ্বোধন করি।'

বস্তুত, আরজি কর কাণ্ডের মধ্যে অনেকেই 'উৎসবে ফিরব না' বলে বার্তা দিচ্ছিলেন। বিশেষত, সোশাল মাধ্যমে রীতিমতো ঝড় বইছিল। কিন্তু মহালয়ার দুপুর থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। উৎসবে ফিরেছে জনতা! মহালয়ার সন্ধে থেকেই প্রতিমা দর্শনে পথে নেমেছে জনতা! শুধু কলকাতা নয়, জেলার মণ্ডপেও এদিন মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো।

পুজোয় কি এবার বিঘ্ন ঘটাবে নিম্নচাপের বৃষ্টি?

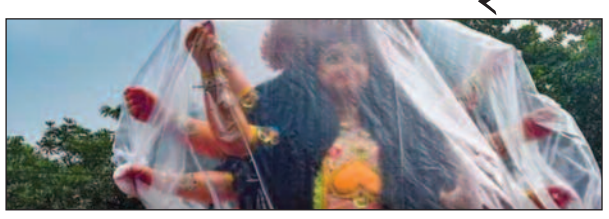

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোয় বিঘ্ন ঘটাতে পারে বর্ষা। পুজোর মুখে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বাংলায়। কারণ, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপের ইঙ্গিত মিলেছে। যার জেরে পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে পুজোর দিনগুলিতেও। তবে পুজোর আগে নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়লেও পুজোর মধ্যে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী পুজোর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হবে।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়। আজ ঘূর্ণাবর্তটি শক্তি বাড়িয়ে কাল নিম্নচাপে পরিণত হবে। তার জেরে ফের ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গা। শুক্রবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা-সহ জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।

হাওয়া অফিস বলছে, উৎসবে বিঘ্ন ঘটাতে পারে বর্ষা। পুজোর মুখে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বাংলায়। কারণ, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপের পূর্বাভাস রয়েছে। যার জেরে বৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আবহাওয়া দপ্তর জনাচ্ছে, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে পুজোর দিনগুলিতেও।

এ দিকে, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। উত্তরের পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে নেমেছে ধস। মৃত্যু হয়েছে একজনের। ধসে বন্ধ রয়েছে একাধিক রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বিপর্যস্ত। বন্ধ রয়েছে কয়েকটি স্কুলও। শনিবার পর্যন্ত উত্তরে ভারী, অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। জারি হলুদ-কমলা সতর্কতা। পাহাড়ে আরও ধস নামার আশঙ্কা। এমনকী, ডুয়ার্সের নদীতে জলস্তর বাড়তে পারে। আজ অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে। শনিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে।

ইতিমধ্যেই উত্তরের পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে নেমেছে ধস। মৃত্যু হয়েছে একজনের। ধসে বন্ধ রয়েছে একাধিক রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বিপর্যস্ত। বন্ধ রয়েছে কয়েকটি স্কুলও। শনিবার পর্যন্ত উত্তরে ভারী, অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। জারি হলুদ-কমলা সতর্কতা। পাহাড়ে আরও ধস নামার আশঙ্কা। এমনকী, ডুয়ার্সের নদীতেও জলস্তর বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আজহারকে তলব ইডি-র

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: এবার ইডির নজরে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ইডি সূত্রে খবর, হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে আর্থিক তছরুপের মামলাতেই প্রাক্তন এই ক্রিকেটার তথা রাজনীতিবিদ মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে তলব করা হয়। প্রসঙ্গত, এই প্রথম প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা কংগ্রেস নেতাকে সমন পাঠাল ইডি। আর্থিক লেনদেনে আজহারউদ্দিনের ভূমিকা কী ছিল, তাই-ই খতিয়ে দেখতে চায় ইডি।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

জেলে জাতপাতের ভিত্তিতে কর্মবণ্টন অসাংবিধানিক, মন্তব্য শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: জেলের ভিতরে কোনওরকম জাতপাত মানা যাবে না। এতে সমাজে বিভেদ বাড়বে। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের ফলে জেলের কর্মবণ্টন এবং অন্যান্য ম্যানুয়ালে আমূল বদল আসতে চলেছে। এতদিনের ম্যানুয়াল অনুযায়ী, জেলে সাফাই, শৌচাগার পরিষ্কার, কাগজ কুড়নোর মতো কাজ রাখা হয় নিচুজাতের জন্য। অন্যদিকে রান্না, খাবার দেওয়ার মতো কাজ রাখা হয় উঁচুজাতের জন্য। শীর্ষ আদালত অবিলম্বে রাজ্য সরকারগুলিকে ম্যানুয়ালে সংশোধন করার নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, এই ধরনের কোনও কাজ কাউকে দিয়ে করানো যাবে না যাতে জাতিগত বৈষম্য বাড়তে পারে। শুধু তাই নয়, জেলের রেজিস্টারে বা বিচারাধীন বন্দিদের নাম রেজিস্টারের সময় জাতপাতের উল্লেখ করারও প্রয়োজন নেই। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, জেলে যেভাবে জাতপাতের ভিত্তিতে কাজ বণ্টন করা হয়, সেটা সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারার পরিপন্থী। ওই ধারায় বলা আছে, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থান, এসবের ভিত্তিতে কোনওরকম বৈষম্য সমর্থনযোগ্য নয়। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, এখনও যেভাবে সমাজে জাতির নামে বৈষম্য হচ্ছে, সেটা দুঃখজনক। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি জাতিগত জনগণনার দাবিতে আন্দোলন করছে, সংরক্ষণ দেশের রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, সেখানে সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে জেলে জাতপাতের বৈষম্য ওড়াতে তৎপর হল, সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

কর্তব্যরত চিকিৎসককে গুলি করে খুন

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: হাসপাতালে কর্তব্যরত এক চিকিৎসককে গুলি করে খুন করল দুই কিশোর। ভয়ংকর এই ঘটনা ঘটেছে রাজধানী দিল্লির বুকে। ঘটনাটি বুধবার রাতে দিল্লির নিমা হাসপাতালের। মৃত চিকিৎসকের নাম জাভেদ আখতার (৫৫)। হাসপাতালের কর্মচারিরা জানিয়েছেন, আহত অবস্থায় এসে তারা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে কেবিনে ঢুকে খুন করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চিকিৎসকের।

গ্রেপ্তার সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ আশিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আরও এক জনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। সন্দীপ ঘোষ 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত আশিস পাণ্ডে নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে তারা। এর আগে এক দিন সিবিআইয়ের দপ্তরে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিল বলে সিবিআই সূত্রে খবর। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ। এ বার এই মামলায় গ্রেপ্তার হলেন আশিস। এখন পর্যন্ত এই মামলায় পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আগুনের আঁচ ভারতের জ্বালানি-বাজারে

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: মধ্যপ্রাচ্যে বাজছে যুদ্ধের দামামা। ইজরায়েল-ইরানের সংঘাত বাঁধল বলে। যার জেরে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলে ১ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণে ভারতের বাজারেও পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ার সম্ভাবনা। মূলত, মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান উত্তেজনার কারণে তেল সরবরাহে বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কায় এই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।

যুদ্ধের আঁচ বৃহস্পতিবার পড়ে ভারতের শেয়ার বাজারেও। এদিন এক ধাক্কায় ১৫০০ পয়েন্টেরও বেশি পতন হল সেনসেক্সের সূচকে। সবমিলিয়ে ৮ লক্ষ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত সংস্থাগুলোর শেয়ারে। বেহাল দশা নিফটির সূচকেও। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই ৮৫ হাজারের গণ্ডি পার করেছিল সেনসেক্স। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিরাট ধস নামল বাজারে।

মার্কিন এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্য অনুযায়ী, ইরান

শেয়ার বাজারেও রক্তক্ষরণ

বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। শিয়া প্রধান দেশটি তেল উৎপাদনকারী দেশের সংস্থা ওপেকের তৃতীয় বৃহত্তম সদস্য। এদিকে, ক্যাপিটাল ইকোনমিক্সের একটি নোটে বলা হয়েছে, 'ইরানের বড় ধরনের হামলা আমেরিকাকে যুদ্ধে টেনে নিতে পারে। ইরান বিশ্ব তেল উৎপাদনের প্রায় ৪ শতাংশ জোগান দেয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যদি ইরানের সরবরাহ বিঘ্নিত হয়, তবে সৌদি আরব উৎপাদন বাড়াবে কি না।' যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে ব্যাপকভাবে বাড়ছে তেলের দাম। তার প্রভাব পড়ছে ভারতে। কারণ ইরানের মতো দেশগুলো থেকে তেল আমদানি করে ভারত। তেলের দাম বাড়ার প্রভাবে দেশে মূল্যবৃদ্ধি বাড়বে। তার জেরেই ভীত হয়ে পড়েছেন বিনিয়োগকারীরা।

এদিন বাজার খোলার পর থেকেই রক্তক্ষরণ শুরু হয় শেয়ার বাজারে। হু হু করে পড়তে থাকে শেয়ারের দাম। দুপুর দেড়টা নাগাদ ১৫০০ পয়েন্টেরও বেশি নিচে নেমে যায় সেনসেক্সের সূচক। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূচক আরও কমে যায়। ১৮০০ পয়েন্ট কমে গিয়ে সেনসেক্সের সূচক দাঁড়ায় ১৭৯৩.৩২ পয়েন্টে। নিফটির অবস্থা আরও শোচনীয়। ২৫,২৫০ পয়েন্টেরও নিচে নেমে যায় নিফটির সূচক। এদিন বাজারে বিরাট ধস নামার জেরে অন্তত ৮ লক্ষ কোটি টাকা খুয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। লাভের মুখ দেখেছে মাত্র ৯টি সংস্থা।

শেয়ার বাজারে এই আচমকা ধসের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকেই দায়ী করছে ওয়াকিবহাল মহল। গত সপ্তাহ থেকেই লেবাননের বিরুদ্ধে হামলার ঝাঁজ বাড়িয়েছিল ইজরায়েল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/১১/২০১৭ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪পরগনা কোর্টে ৫৬ নং এফিডেভিট বলে Elisha Berachah S/o. Ramdhani Bansfore ও Shambhu Kumar Bansfore S/o. Ramdhani Bansfore সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৮৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sajahan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Asmat Ali ও Astamat Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৮৩৫ নং এফিডেভিট বলে Sankar Das S/o. Subal Das ও Sankar Ch Das S/o. S Ch Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

২০/০৯/২০২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ও মৃত্যুঞ্জয় সিংহ রায় উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ০১/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৮৩২ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Barik S/o. Lakshmi Narayan Barik ও Shyamal Ch Barik S/o. L. Barik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE

I, Piyali Das, W/o Nilash Chandra Das, residing at Vill. - Jamalpur, P.O.- Mukshimpara, P.S.-Purbasthali, Dist.- Purba Bardhman, do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter Ankita Das Birth Certificate my name mentioned as Piyali Das (Barui) in place of Piyali Das. That Piyali Das and Piyali Das (Barui) is the same one and identical person vide an affidavit no.11 Before The Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate (1st Class) Kalna, Purba Bardhaman on 05.08.2024.

নাম-পদবী

আমি অসিত কুমার মালিক, পিতা- স্বৃষ্টিধর মালিক নবগ্রাম সি-ব্লক, পোঃ- বড়বহেরা, জেলা-হুগলী পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী। আমার কন্যা অঙ্গনা মালিকের শংসাপত্রে এবং পাসপোর্টে আমার নাম অসিত মালিক আছে। গত 25-09-2024 তারিখে শ্রীরামপুর 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট নং 10371 দ্বারা সঠিক নাম অসিত কুমার মালিক প্রমানিক হয়েছে। অসিত মালিক ও অসিত কুমার মালিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Change of Name

I, **DIPAK LAYEK** S/o Dilip Layek, presently residing at Andhar Kholi, P.O : Hiradihi, P.S : Kharagpur (L), Dist.- Paschim Medinipur hereby solemnly affirm and declared that in my Deriving Licence vide No.- 00059 76 N.T. KGP issued on 11/09/2014 A.R.T.A, Kharagpur my & my father's name has been written as **DIPAK NAYEK** S/o **DILIP NAYEK** instead of **DIPAK LAYEK** S/o **DILIP LAYEK** and my DOB wrongly written as **20/11/1991** instead of **20/10/1991** vide Affidavit No. 4791/22, Dated 20/08/2024 declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur. **DIPAK NAYEK (DOB : 20/11/1991)** S/o **DILIP NAYEK** and **DIPAK LAYEK (DOB : 20/10/1991)** S/o **DILIP LAYEK** is the same and one identical person i.e. myself and my father.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বর্থে সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, ১৩, বি. এল. নং ১১, ভাটপাড়া, পোঃ ও থানা- জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা নিবাসী সালাউদ্দিন আনসারি এর স্ত্রী গুলাবসা খাতুন পঃ বঃ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আইনের ৫০ নং ধারামতে নামপত্তন জেলা উত্তর ২৪ পরগনা থানা জগদ্দল জে. এল. নং- ২১৩, মৌজা- জগদ্দল মধ্যে এল. আর. ১১৭১ নং খতিয়ান, দাগ নং-৮১৫, ১২৮ বর্গফুট জমি নামপত্তন করিবার নিমিত্তে বি. এল এন্ড. এল. আর. ও. অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন যাহার নং MN/ 2024/1508/ 17924, উক্ত গুলাবসা খাতুন ১৫০১০২৭৭৯/২০২৩ নং দলিলমূলে উক্ত জমি শ্যামলকান্তি ঘোষ এর নিযুক্তীয় আমমোক্তার জাকির হোসেন এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত শ্যামলকান্তি ঘোষ ১৩/০২/২০২৩ তারিখে বারাসাত ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রী অফিসের ১০৮৯/২০২৩ নং আমমোক্তার নামামুলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত নাম পত্তনের বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড. এল. আর ও. I, ব্যারাকপুর অফিসে অভিযোগ জানাইবেন নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

MANISH KUMAR GUPTA
Advocate
ENR NO I-1242/2008
মোঃ- ৯৮৭৫৩৭৬১৬৭

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল ক্রেতা **শ্রী স্নেহাশীষ দে** পিতা সুব্রত দে সাকিম প্রযত্নে জয়ন্ত মল্লিক, ২৯৩ ডাঃ জহর লাল দে রোড, তামলিপাড়া, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন 712103 এর বাসিন্দা। মোবাইল নম্বর 8250464850। তিনি কুলিহান্ডা মৌজাস্থিত, জে এল নং 18, 14 নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, 104/89 হোল্ডিং ভুক্ত, কদমতলা মহল্লাস্থিত, এল আর খতিয়ান নং 2765, হাল এল আর 2765 নং দাগের 1406 বর্গফুটের দ্বিতল গৃহাদি সহ 2 কাঠা বাস্তু সম্পত্তি বিক্রেতা **শ্রী তরুন কুমার দে** পিতা সুবল চন্দ্র দে সাকিম রামকৃষ্ণ লেন, পোঃ + থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করিতে চলিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন ওজর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইবার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে জানাইবেন, নচেৎ পরবর্তী কালে কাহারো কোন ওজর আপত্তি সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী বিজয় কুমার মোদক, সাং-সি ৫/৪ দিপাবলী কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি ১০৫০/২ সারভে পার্ক, পোঃ- সান্তোশপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর, পিন- ৭০০০৭৫, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। গত ইং- ১৭/১০/২০২৩ তারিখে ডি.এস. আর. আলিপুর দঃ ২৪ পরগনা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩২১৯ নং আমমোক্তার দলিলের বলে ক্রেতা শুভ্রকান্তি মোদক, পিতা- জনার্দ্দন মোদক, সাং- ঘূর্ণী গাঙ্গুলীপাড়া, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩, এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর সদর অফিসে ইং- ০৫/০১/২০২৪ তারিখে ১৭৭ নং বিক্রয়কোবলা প্রদান করেন। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন অভিযোগ থাকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন।

শুভঙ্কর ঘোষ
এ্যাডভোকেট
মোঃ-৯২৩২৩৬৩২৯০।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল স্বীকার করিতেছে যে, গত ইংরাজী ৩০/০৫/২০২৪ তারিখে উত্তরপাড়া থানা অধীন শঙ্কর মন্ডল পিতা- স্বর্গীয় নীল কৃষ্ণ মন্ডল, দিগর হইতে মাখলা মৌজা, হোল্ডিং নং-৫/৭ চ্যাটার্জ্জীপাড়া, (কাশি বাটি) সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি এবং UK. Municipality মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, নচেৎ আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Court
Enl. No.-F-1643/1636/1999

বিজ্ঞপ্তি

IN THE COURT OF THE LD. DISTRICT DELEGATE AT HALDIA

J. Misc (Succession) No. 06/2023

শ্রীমত্যা গীতা প্রামাণিক
...দরখাস্তকারীনি
-বনাম-
শ্রী মানস কুমার প্রামাণিক, দীং
...প্রতিপক্ষগণ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, সুতাহাটা থানার অন্তর্গত ডিহিশিবরামনগর গ্রামের অধিবাসী মনোজ প্রামাণিক, পিতা-মৃত গুণধর প্রামাণিক, গত ইং ২১/১২/২০২২ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। দরখাস্তকারীনি উক্ত মৃত ব্যক্তির গচ্ছিত ১,৯০,৭৪৩.৯৭ টাকা (এক লক্ষ্য নব্বই হাজার সাত শত তেতাল্লিশ টাকা সাতানব্বই পয়সা) সুদ সহ পাওন বাবদ হলদিয়া কোর্ট, -এ Succession Certificate পাইবার আবেদন করিয়াছেন। এবিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা আইনজীবী মারফত অত্র আদালতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অদ্য ইং ১৯-০৯-২০২৪ তারিখ আমার সাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া হইল।

অনুমত্যানুসারে
শ্রী দিব্যেন্দু মন্ডল
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হলদিয়া আদালত
১৯/০৯/২০২৪

নোটীশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, করুনা সিন্ধুকারক পিতা-মৃত ক্ষুদিরাম কারক, সাং-ঘুসিংগা (সাতবাঁকুড়া), পোঃ-সাতবাঁকুড়া, থানা-গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর উত্তরাধীকারী গন- তাহাদের নিম্ন তপশীল সম্পত্তি তাপস কারক, পিতা-মৃত করুনা সিন্ধুকারক, সাং- ঘুসিংগা (সাতবাঁকুড়া), পোঃ- সাতবাঁকুড়া, থানা-গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয়কে আমমোক্তার নামা যাহার নং- ১৫/২০১৭, তাং- ১৬/০৫/২০১৭ এ ডি.এস.আর, গড়বেতা মূলে হস্তান্তর করার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

তাহাতে কারো যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশের ৭ দিনের মধ্যে বি.এল.এল.আর ও-গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

তপশীলঃ- মৌজা-সাতবাঁকুড়া জে. এল-৬৭৩, খতিয়ান-৩৫৬, দাগ নং- ৪৫৮, পরিমান-০৬ ডেঃ।

Susanta Kumar Jana
Advocate
F-886/2007
Date - 01/10/2024

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মিঠুন প্রামাণিক, পিতা- শ্রীবাস চন্দ্র প্রামাণিক, হাল সাং- ঘূর্ণী গোডাউন, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ৯৭ নং সোন্দা মৌজায় এল.আর ৯৭০৪ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ও এল.আর ৫০০৯ নং দাগের ০৩.৫৯ শতক জমি কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৪২২/২০২৩ নং বিক্রয় কোবলা দলিলমূলে বিক্রেতা টুম্পা মন্ডল, স্বামী- বিকাশ মন্ডল, সাং ও পোঃ- বাগবেড়িয়া, পূর্ব থানা-চাপড়া, হাল থানা-ভীমপুর, জেলা-নদীয়া। এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্তি আমমোক্তার বিনয় কুমার ঘোষ, পিতা- মৃত দুলাল চন্দ্র ঘোষ, সাং- পানিনালা, পোঃ- ভান্ডারখোলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ১ নং বহির ৫৩০৬ নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল যাহা গত ইং ২৮/০৮/২০২০ সালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া উপরিউক্ত আমার মক্কেল বরাবর বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষনে উক্ত জমি আমার মক্কেল উক্ত জমি নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণনগর বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আবেদন করিবেন। উক্ত মর্মে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্ন ফোন নাম্বার অথবা উপরিউক্ত বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Amit Pramanik
Advocate
Judges Cort Nadia
Munsiffs' Court Bar Association
Krishnagar, Nadia
M- 9614500825 / 7908882067
F. No. /1269/1021/2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৪ঠা অক্টোবর । ১৫ ই আশ্বিন। শুক্র বার। শ্রী শ্রী দুর্গা দেবীর দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের র দশা বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা, একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ শনি। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : অশুভ শনি ।আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা ।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(আজ শারদীয়া শ্রীশ্রী দেবী দুর্গার দ্বিতিয়া বিহীত পুজা প্রশস্তা।)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

(আমমোক্তার নামা)

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম আমমোক্তার নামা দলিল বলে **মোসাম্মৎ রুবিয়া সাহানা** পিতা মরহুম আয়ুব মন্ডল ওরফে মৃত মহম্মদ আয়ুব মন্ডল সাকিম মেমারী, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, হাল সাকিম সাং ও পোঃ ইটাচুনা, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭ মহাশয়া বিগত ইং 24/06/1999 তারিখে সম্পাদিত ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-103/1999 নং দলিল বলে আমার মক্কেল **হাজী মহম্মদ আলি মন্ডল**, পিতা মরহুম আয়ুব মন্ডল সাকিম মেমারী, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, হাল সাকিম সাং ও পোঃ ইটাচুনা, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং দ্বিতীয় আমমোক্তার নামা দলিল বলে **জাহানারা ইসলাম** স্বামী নজরুল ইসলাম পিতা মরহুম আয়ুব মন্ডল ওরফে মহম্মদ আয়ুব মন্ডল সাকিম মেমারী, পোঃ আমড়া, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯, মহাশয়া বিগত ইং 15/09/2014 তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0166/2014 নং দলিল বলে আমার উক্ত মক্কেল **হাজী মহম্মদ আলি মন্ডল**, পিতা মরহুম আয়ুব মন্ডল সাকিম মেমারী, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, হাল সাকিম সাং ও পোঃ ইটাচুনা, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেল উক্ত দুইটি আমমোক্তানামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 12/12/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11408/2023 নং দলিল মূলে **মোসারাফ সরকার**, পিতা মরহুম মোজাম্মেল সরকার, সাকিম মেমারী, পোঃ আমড়া, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, দামপুর মৌজায়, ১০ নং জে.এল ভুক্ত, ৬৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৩২ ও হাল ৪৫৬ দাগে পুকুর প্রকাশ্যে বাঁশ পুকুর ষোল আনায় ৯০ শতকের মধ্যে ০.০১১৪ অংশে কমবেশী ১.৪৭ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, মোসারাফ সরকার, পিতা মরহুম মোজাম্মেল সরকার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পথ দুর্ঘটনা কমাতে বিশেষ প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরসুমে পথ দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমাতে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে সতর্ক হচ্ছে। কলকাতার ও বিধাননগর কমিশনরাটের পাশাপাশি সমস্ত জেলা প্রশাসনকে এজন্য বিশেষ ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ কর্মসূচির আওতায় গাড়ি চালক ও পথচারিদের মধ্যে সচেতনতা প্রচার করতে বলা হয়েছে। দুচাকার গাড়িতে দুজনের বেশি ভ্রমণ, বিনা হেলমেটের যাত্রা এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো আটকাতেও পুলিশকে বিশেষ ভাবে তৎপর হতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা বা ব্ল্যাকস্পটগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে আলাদা করে নজরদারি করতে বলা হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সম্প্রতি পথ নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশ ও পরিবহণ দফতরের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই তিনি দুর্ঘটনা আটকাতে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। কলকাতার অন্যতম প্রবেশপথ ভিআইপি রোড এবং ইএম বাইপাসে পথদুর্ঘটনার হার অত্যাধিক হারে বাড়ার জন্য তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। ২০২৩ থেকে ২০২৪-এর ৩০ জুন পর্যন্ত বিধাননগর এলাকার মোট দুর্ঘটনার ৪৯ শতাংশই এই দুই রাস্তাতে ঘটেছে। বর্ষার পরে অনেক রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। সেগুলি দ্রুতমেরামত শেষ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় লাগাম টানতে রাজ্য সরকার বর্ষার বৃষ্টির জেরে বেহাল রাস্তাঘাট যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের পূর্ত দফতরের তরফে সব জেলায় রাস্তা মেরামতি চলছে। বর্ষার মরশুমে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে, ভিআইপি রোড-সহ রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার হাল বেহাল হয়ে পড়েছিল ।পুজোর সময় যান চলাচল স্বাভাবিক করতে এবং গতি বাড়াতে ওই সব রাস্তা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামত করা হয়েছে। রাস্তা মেরামতি এবং রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে রাজ্য সরকার বরাবরই সচেষ্ট। শুধু কলকাতাই নয়, জেলায় জেলায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গুলির বেহাল দশা নিয়ে অভিযোগ এসেছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে। তাই রাস্তা ধরে ধরে প্যাচওয়ার্ক (গর্ত মেরামতি) করা হচ্ছে। চলতি সপ্তাহেই ওই কাজ সম্পূর্ণ হবে।

ইএম বাইপাসের উপর দুটি নতুন আন্ডার পাস তৈরির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ দুর্ঘটনার হার কমাতে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কেএমডিএ, ইএম বাইপাসের উপর দুটি নতুন আন্ডার পাস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর একটি তৈরি হবে উত্তর পঞ্চান্ন গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় দফতরের কাছে। অন্যটি সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের কাছে। এজন্য খরচ হবে ৪ কোটি টাকা। কিএমডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি অব্যবহৃত কালভার্টকে আন্ডারপাসের রূপ দেওয়া হবে। আগে এই কালভার্ট গুলি বাইপাসের দু'দিকে থাকা খালের জল যাওয়া আসার জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু জনবসতি বেড়ে যাওয়ার পরে সেগুলি পরিতক্ত হয়েছে। এরকম বেশকিছু কালভার্টকে আন্ডারপাসে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই কালিকাপুর, হায়াত ক্রসিং এবং বেলেঘাটা ক্রসিং এ এধরণের তিনটি আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে।

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর উদ্বোধন করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

উৎসবের মরসুমে খাদ্যপণ্য মূল্যে রাশ টানতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরসুমে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্যের কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি আটকাতে তৎপর রাজ্য সরকার। তাই দেবীপক্ষে আরও একবার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বৈঠকে বসছে রাজ্য সরকার নিযুক্ত টাস্ক ফোর্স। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুক্রবার টাস্ক ফোর্সের বৈঠক ডেকেছেন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসক, টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করবেন মুখ্যসচিব।

কাঁচা লঙ্কা, পিয়াজের ইতিমধ্যেই ফের বাজারে দাম বৃদ্ধি হচ্ছে। দাম বাড়ছে বেগুনেরও। পুজোর আগে থেকেই বাজারে যাতে সব দ্রব্যের যোগান স্বাভাবিক থাকে, তা নিশ্চিত করা হবে আগামীকালের বৈঠকে বলেই সূত্রের খবর। পুজোর সময় যাতে সুফল বাংলাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবজি থাকে তা নিশ্চিত করা হবে এই বৈঠকে। বিভিন্ন বাজারে শাকসবজির দাম নিয়ে জেলাগুলির থেকে রিপোর্টও নেওয়া হবে কালকের বৈঠকে বলেও সূত্রের খবর। বৈঠক করা হবে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির সঙ্গেও।

ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে শেয়ার বাজারে আনার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থাও যাতে শেয়ার বাজারে নাম লেখায় রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছে। এমএসএমই দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ পান্ডে বলেন, গোটা দেশেই এই প্রবণতা রয়েছে। মূলত সচেতনতার অভাবেই বাজারে শেয়ার ছেড়ে মূলধন জোগাড় করার ক্ষেত্রে এখনও ছোট শিল্প ক্ষেত্র পিছিয়ে রয়েছে। এমএসএমই দফতর এজন্য তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে লাগাতার কর্মসূচি নেবে বলে তিনি জানান। গতকাল এমন একটি কর্মশালায় রাজ্যের ছোট শিল্পগুলির কর্তাদের একাংশ উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সহায়তায় আয়োজিত এই কর্মশালার পর অনেক সংস্থাই শেয়ার বাজারে নাম নথিভুক্তিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। আগামীতে কলকাতার পাশাপাশি জেলাতেও একই ধরণের কর্মশালার আয়োজন করা হবে বলে ক্ষুদ্র শিল্প সচিব জানিয়েছেন।

সদ্য প্রয়াত কমরেড সিতারাম ইয়েচুরি স্মরণ সভা আয়োজিত হল এজেসি বোস রোডে প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে।

শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় প্রাণ পেল চোরবাগানের 'দুগ্গা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান। ময়দান ঘুরে ঘুরে তদারকিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। শাহরুখ খান থেকে বিরাট কোহলি, সবাই প্রশংসা করেন তাঁর কাজে। তবে শুধু ক্রিকেটারদের দেখভালই নয়, প্রদীপ কুমার দে'র (ময়দানে পরিচিতি বাপীদা নামেই) আরও একটা পরিচয় আছে, তিনি চোরবাগান সার্বজনীনের প্রেসিডেন্টও। উত্তর কলকাতার এই ঐতিহ্যশালী পুজোই এবার ৮৯ বছরে পা দিল। এবারের পুজোর থিম বাড়ির মেয়ে 'দুগ্গা'। মণ্ডপে ফুটে উঠেছে সু-নিপুণ শিল্পের কাজ। মহালয়ার দিনই চোরবাগানে হয়ে গেল দেবীর চক্ষুদান। হাজির হয়েছিলেন পুরীর প্রধান পুরোহিত জগন্নাথ দ্বৈতাপতির পুত্র রাজকুমার দ্বৈতাপতি। তিনিই মৃত্যু শিল্পী সুব্রত মিদ্দার হাতে তুলে দেন রঙ তুলি। শিল্পীর ছোঁয়ায় প্রাণ পায় যেন প্রতিমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন চোরবাগান সর্বজনীনের সেক্রেটারি প্রত্যুষা ব্যানার্জী।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ অক্টোবর ২০২৪ ১৭ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার

দুর্গাপুজো নিয়ে একাধিক নির্দেশিকা জারি কলকাতা পুলিশ কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের দিনগুলিতে প্রতিবাদ মিছিলকে সামনে রেখে অশান্তি হতে পারে, এমনটা আশঙ্কা করছে লালবাজার। তাই শহরের শান্তি বজায় রাখতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। শহরের বেশ কিছু রাস্তায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা (আগের ১৪৪ ধারা) জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। এই রাস্তাগুলি হল, খিদিরপুর ক্লাব এবং বিধান মার্কেটের মাঝের রাস্তা, প্রেস ক্লাব সংলগ্ন জায়গা, নিউ রোড এবং মেয়ো রোড ক্রসিং। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, ফেয়ারলি প্লেস এবং ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, স্ট্র্যান্ড রোড, শহিদ ক্ষুদিরাম বসু সরণি, ডালহৌসি, ব্রেবোর্ন রোড, লালবাজারের আশপাশেও জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বুধবার থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ওই সব রাস্তায় একসঙ্গে পাঁচ জনের জমায়েত নিষিদ্ধ। এ ছাড়া আরও তিনটি নির্দেশিকা জারি করেছেন কমিশনার। এই তালিকায় রয়েছে, বাড়িতে ভাড়াটে বা পেয়িং গেস্ট নিয়ে নির্দেশিকা। সেখানে বলা হয়েছে, পেয়িং গেস্ট বা ভাড়াটে রাখলে তাঁদের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করা নিয়ম। বহু বছর ধরে এই নিয়ম রয়েছে। বহুবার লালবাজারের তরফে এনিয়ে সব থানা এবং নাগরিকদের সতর্কও করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বাড়ির মালিক এই সংক্রান্ত তথ্য জমা করেন না। থানার তরফেও এ

বিষয়ে তৎপরতা দেখানো হয় না বলে অভিযোগ। নতুন নির্দেশিকায় সব থানাকে জানানো হয়েছে, ভাড়াটে বা পেয়িং গেস্টের তথ্য সংগ্রহে গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

এরই পাশাপাশি সাইবার ক্যাফে সংক্রান্ত বহু পুরোনো নির্দেশিকাও ফের সব থানাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। সচিত্র পরিচ্রপত্র ছাড়া যাতে কেউ ক্যাফে ব্যবহার না করেন, সে দিকে নজর রাখতে হবে থানাগুলিকে। ক্যাফেতে যাঁরা ঢুকছেন, তাঁদের নাম লিখে রাখতে হবে। কোনও ব্যক্তির উপরে সন্দেহ হলে তিনি কোন কম্পিউটার ব্যবহার করেছেন, তা দ্রুত স্থানীয় থানায় জানাতে হবে।

শুধু তাই নয়, বর্জ্য পোড়ানোয় জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। কলকাতায় ক্রমাগত বেড়ে চলা দূষণের অন্যতম কারণ যত্রতত্র বর্জ্য পোড়ানো। প্রকাশ্য রাস্তায় বর্জ্য পোড়ানো বেআইনি। কিন্তু সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনেকেই যেখানে-সেখানে বর্জ্য একত্র করে আগুন ধরিয়ে দেন। শীতকালে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। কলকাতা পুরসভা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে এ বিষয়ে নজরদারির জন্য সম্প্রতি লালবাজারকে চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী শহরের সব থানাকে বর্জ্য পোড়ানো বন্ধে সক্রিয় হওয়ার কথা বলেছেন কমিশনার। যেমন নজরদারি বাড়াতে হবে, তেমনই কেউ বর্জ্য পোড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

গোটা বাংলা জুড়ে থ্রেট কালচার চলছে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গোটা বাংলা জুড়ে 'থ্রেট কালচার' চলছে। এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজো উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় দলের তরফে জগদ্দল বিধানসভার কাউগাছি মোড়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হাজার জন মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উক্ত সেবা মূলক কর্মকাণ্ডে হাজির হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, 'গোটা বাংলা জুড়ে থ্রেট কালচার চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে কিছুই নেই। পুলিশ থেকে শুরু করে গুন্ডা-মস্তান, তৃণমূলের ছোট-বড়, মাঝারি নেতা সবাই থ্রেট কালচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর কথায়, এবারে পুজো হবে পুজোর মতোই। কিন্তু অভয়া ন্যায়-বিচার পেলেই এবারের উৎসব সার্থক হবে।' বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য, 'পুজো দিতে গেলে কিংবা অঞ্জলি দিতে গেলে মায়ের কাছে একটাই প্রার্থনা করবেন, যাতে অভয়া সুবিচার পায়। আর দোষীরা কঠোরতম শাস্তি পায়।' মায়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা, অত্যাচার থেকে যেন বাংলা মুক্তি পায়। বাংলা যেন পুনরায় সোনার বাংলায় পরিণত হয়। প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী ও নির্মল দাস, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, শ্যামল তলাপাত্র, বিপ্লব ঘোষ, স্বপন মণ্ডল প্রমুখ।

নাকতলায় যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাকতলায় অস্বাভাবিক মৃত্যু এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম হর্ষ চৌধুরী। বয়স ১৯। পারিবারিক সূত্রে খবর, সকালে ৭.১৫ মিনিট নাগাদ জিমের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয় হর্ষ। এরপর সকালে সাড়ে সাতটা নাগাদ হর্ষ চৌধুরীর মা বের হন মর্নিং ওয়াকের উদ্দেশে। যে রাস্তায় হর্ষ সাধারণত জিম যান সেই রাস্তা দিয়েই তাঁর মা অঞ্জনা চৌধুরী মর্নিং ওয়াক করতে যান। জিমের সামনে পৌঁছতেই দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় জিমের সামনে শুয়ে আছেন হর্ষ। তাঁর ডাকাডাকিতে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এরপর স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় হর্ষকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃতের গায়ে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সবথেকে বেশি আঘাত পা, হাত এবং কপালে। কীভাবে আচমকা ওই যুবক ওখানে অচৈতন্য হয়ে গেলেন, জিমেরই বা কী ভূমিকা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এদিকে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ অনেকটাই জানা সম্ভব হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পুজোর প্যান্ডেল করতে 'বাধা' কাঠগড়ায় ওয়াগান কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টিটাগড় পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের এম জি রোডের তরুণ সংঘের পুজো এবারে ৩৮তম বর্ষে পদার্পন করেছে। কিন্তু সেই পুজোর প্যান্ডেল করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ওয়াগান কারখানার বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর জায়গায় রয়েছে রেললাইন। তবুও প্রতি বছর সেখানে পুজো করে তরুণ সংঘ দুর্গাপুজো কমিটি। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার পুজোর প্যান্ডেল করতে বাধা দেওয়া হয়। পুজোর প্যান্ডেল তৈরিতে বাধা পাওয়ায় বেজায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষজন। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে টিটাগড় থানায় বিক্ষোভ দেখায় পুজো কমিটির লোকজন এবং স্থানীয়রা। পুজো কমিটির সম্পাদক নীরজ গুপ্তা বলেন, এখানকার পুজো ৩৮ বছরে পা রেখেছে। পুজোর জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে দশদিন সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওয়াগান কারখানা তাদের পুজোতে বাধার সৃষ্টি করছে।

শুরু হল উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের কাউন্সেলিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টের নির্দেশে পুজোর আগেই উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের কাউন্সেলিং শুরু হল এসএসসি অফিসে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে এসএসসির মূল অফিস আচার্য সদনে শুরু হয় এই কাউন্সেলিং। এদিন কাউন্সেলিং ছিল বিজ্ঞান বিভাগের। এসএসসি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার মোট ১৪৪ জন চাকরিপ্রার্থীকে ডাকা হয় এই কাউন্সেলিংয়ের জন্য। ৪ অক্টোবর ইতিহাস, নেপালি ও ভূগোলের কাউন্সেলিং হবে। পুজোর আগের দু'দফার কাউন্সেলিং হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগেই জানিয়েছিল এসএসসি। পুজোর ছুটির পর অর্থাৎ ২৪, ২৫, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর হবে যথাক্রমে হিন্দি, উর্দু, আরবিক, ইংরেজি, বাংলা ও বায়ো সায়েন্সের কাউন্সেলিং।

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২৮ অগাস্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল, এক মাসের মধ্যে কাউন্সেলিংয়ে উচ্চ প্রাথমিকের ১৪ হাজার ৫২ জন প্রার্থীর মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে। পরবর্তী এক মাসের মধ্যে নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিতে হলে এসএসসিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চার সপ্তাহের মধ্যে ১৪ হাজার ৫২ জনের কাউন্সেলিং করতে হত। কিন্তু পুজোর আগে দু'টি দিন মাত্র ৫০০ চাকরিপ্রার্থীর কাউন্সেলিং করছে এসএসসি। আর দুর্গা পুজোর পর বাকি তিন দিনে ৭০০ থেকে ৮০০ চাকরিপ্রার্থীর কাউন্সেলিং হবে।

তবে এর আগে ২ বার ইন্টারভিউ হলেও চাকরি হয়নি। সেক্ষেত্রেও দায় বর্তেছিল এসএসসি-র ঘাড়েই। তাই এদিনও কাউন্সেলিংয়ে এসে আশঙ্কায় রয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা, আর সে আতঙ্ক তাঁদের চোখে মুখে স্পষ্ট।

এই নিয়োগের সূত্র ধরতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে বেশ খানিকটা বছর পিছনে। ২০১৬ সালে উচ্চ প্রাথমিকের ১৪ হাজার ৩৩৯টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি বের হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যখন মেধাতালিকা বার করা হয়, তাতে ১৪ হাজার ৫২ জনের নাম ছিল। ২০২১ সালে কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়, ওএমআর শিটগুলি পুনরায় মূল্যায়ন করে ১ হাজার ৪৬৩ জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বাদ পড়া ১,৪৬৩ জন অন্য একাধিক মামলায় যুক্ত হন।

দীর্ঘদিন ধরে এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ঝুলছিল। প্রায় আট বছর ধরে চলতে থাকে জটিলতা। উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ৩ বার, ২০১৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুরের সভা থেকে, ২০২১ সালের ২১ জুন নবান্নের সভাঘর থেকে, ২০২৩ সালে ৩০ মে নবান্নের সভাঘর চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আট বছর পর গত অগাস্ট মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জটিলতা কাটে। অবিলম্বে ১৪ হাজার ৫২ জনকে সুপারিশপত্র দিতে হবে বলে রায় দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। কমিশন ঘোষিত শূন্যপদ রয়েছে ১৪,৩৩৯। ১৪ হাজার ৫২টি পদে নিয়োগের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। মেধা তালিকা থেকে বাদ ১ হাজার ৪৬৩ জনকেও যুক্ত করে নতুন মেধা তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেন।

মহালয়ার দিন নৈহাটিতে বাজি ফাটানোকে ঘিরে মারধড়, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মহালয়ার ভোরে নৈহাটির ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজ লাগোয়া এলাকায় বাজি ফাটানোকে ঘিরে দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারপিটের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় গুরুতর জখম রেল কলোনির বাসিন্দা পেশায় টোটো চালক ৩২ বছরের অজয় প্রসাদ ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহালয়া উপলক্ষে পিকনিকে মত্ত অজয় প্রসাদ বাজি ফাটায়। সেই বাজির ফুলকি গিয়ে লাগে পাশের পাড়ার অভিজিৎ সাহা ওরফে বাবনের গায়ে। অভিযোগ, প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র নেতা দেবতনু মুখার্জি ওরফে ঋষি ও বাবন সাহা অজয়কে বেধড়ক পেটায়। অজয়কে ঠেকাতে তাঁর বন্ধুরা ছুটে আসে। এতেই দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারপিট বেধে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমে নৈহাটি থানার পুলিশ উভয় পক্ষের মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতেরা দেবতনু মুখার্জি, বাবন সাহা, আকাশ রাজভর, শিবা বাল্মীকি ও সুমিত গণ। মারপিটের ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর দেবব্রত সাহা বলেন, মহালয়া দিন ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজ লাগোয়া রাস্তার দু'পাশের পাড়ার ছেলেরা পিকনিক করছিল। বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে মারপিট হয়েছে। অজয় প্রসাদ নামে একজনের গুরুতর আঘাত লেগেছে। রাজনৈতিক রঙ না দেখে প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যদিও পুলিশ ঘটনায় জড়িত বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় জড়িত বাকিদেরও পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। নৈহাটির ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, মারপিটের ঘটনা ঘটেছে নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজের সামনে। ঘটনায় আক্রান্ত অজয় প্রসাদ নামে এক যুবক কোমায় চলে গিয়েছে। নৈহাটির এহেন পরিস্থিতির জন্য পার্থ ভৌমিককে প্রশ্ন করা উচিত। নতুবা নৈহাটির মানুষকে প্রশ্ন করা উচিত, তাঁরা কাকে ভোট দিয়েছিলেন।

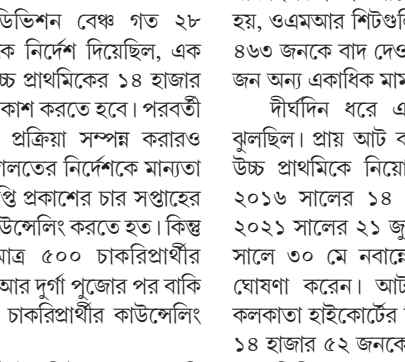

এবারেও পুজো জেলেই কাটবে পার্থর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবারের পুজোতেও সম্ভবত জেলেই কাটাতে হবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। এসএসসি মামলায় পার্থর জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই পুজোর আগে। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ইঙ্গিতে এমনটাই জানিয়ে দিল বিচারপতি অরিজিৎ বন্দোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'পুজোর আগে জামিন অসম্ভব। মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে না।' তবে সোমবার ফের মামলার শুনানি।

এদিনের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন জানানোর পর কার্যত বেকায়দায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দুদিন আগেই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। একইসঙ্গে, গ্রেফতার করা হয়েছে অয়ন শীলকেও। আবার এসএসসির জামিন মামলা নিয়েও বড় ইঙ্গিত দিয়ে দিল আদালত।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেই ইডি-র হাতে ধৃত, জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায় সোমবার বিকেল থেকেই অসুস্থ বোধ করেন বলে জানা গিয়েছে। যার জেরে তাঁকে সংশোধনাগারেরই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবারও জেল হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে, মঙ্গলবার বিশেষ আদালত সিবিআইয়ের আর্জি মঞ্জুর করে। এরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলকে শোন অ্যারেস্ট পদ্ধতিতে গ্রেফতার করে সিবিআই।

পুজো উদ্বোধনে মেদিনীপুরে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আবহেই দিঘা যাচ্ছেন রাজ্যপাল। রাজভবন সূত্রে খবর, পুজোয় তাঁর এই সফর পুজো উদ্বোধনের কারণেই। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ৪ অক্টোবর দিঘায় যাচ্ছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তার আগেই বৃহস্পতিবার দিঘা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে চলে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান।

জানা গিয়েছে, দিঘা হয়ে কাঁথিতে যাবেন বোস। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের নান্দনিক ক্লাবের পুজোর সঙ্গে আবার অধিকারী পরিবার যুক্ত। বিরোধী দলনেতার ভাই তথা কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী এই পুজোর অন্যতম কর্তা। সূত্রের খবর, কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারীর পুজোর উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বলেই জানা যাচ্ছে। একমঞ্চে দেখা যেতে পারে অধিকারী পরিবারের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকেও।

প্রঙ্গসত, গত বছরও পুজোর উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যপাল। উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ডের জেরে বাংলার কোনও পুজোর উদ্বোধনেই অংশ নিচ্ছেন না বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতা মন্ত্রীরা।

অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস পঙ্কজ দত্তকে রক্ষাকবচ দিল না আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস পঙ্কজ দত্তের বক্তব্য অনভিপ্রেত। সেই কারণে রক্ষাকবচ চেয়ে যে আবেদন করেছিলেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা তাতে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। অর্থাৎ, কোনওরকম রক্ষাকবচও দেওয়া হল না তাঁকে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ সব পক্ষকে তাঁদের বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। আগামী ১৮ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস পঙ্কজ দত্ত পতিতালয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে তুলনা করেছিলেন পতিতালয়ের সঙ্গে। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। এরপরই অব্যাহতি পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পঙ্কজ দত্ত। বৃহস্পতিবার ছিল সেই মামলার শুনানি। এদিন আদালতে পতিতালয়ের কথা কীভাবে উদাহরণ হিসেবে নিজের বক্তব্যে তুলে ধরলেন, সেই প্রশ্ন করেন হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ প্রাক্তন পুলিশ কর্তাকে প্রশ্নও করেন, এটা কী করে বললেন তিনি তা নিয়েও। কারণ আদালতের পর্যবেক্ষণ এটা কোনও উদাহরণ হতে পারে না। আর এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি ভরদ্বাজ এ প্রশ্নও করেন, 'আমি, আপনি যে যেখানে থাকি, সেই জায়গাগুলো কি নিরাপদ? বলতে পারবেন? তাহলে হঠাৎ ওই জায়গাকে উদাহরণ হিসেবে মনে হল কেন? এর থেকে অসম্মান করার জন্য আর কি লাগবে?' এরই পাশাপাশি বিচারপতির বক্তব্য, যেখানে অসহায় মহিলারা থাকেন, সেই জায়গা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা উচিত হয়নি।

পঙ্কজ দত্তের বক্তব্য প্রসঙ্গে বিচারপতি ভরদ্বাজ আরও বলেন, কী ভেবে বলা হয়েছে, সেটা বড় কথা নয়, যে ভাবে বলা হয়েছে, সেটাই যথেষ্ট ওই মহিলাদের অসম্মান করার জন্য। এর আগেও শুনানিতে বিচারপতি বলেছিলেন, কী বলতে চাওয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঠিক কী বলা হয়েছে বক্তব্যে তা লিখিত আকারে জানতে চাওয়া হয়েছিল।

টালিগঞ্জে রাত দখলে দুষ্কৃতী হামলা, মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত দখলের দিন দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ উঠেছিল টালিগঞ্জে। মহিলা বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের সামনেই হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার জল গড়াল এবার হাইকোর্টেও। এই ঘটনায় মামলা দায়ের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে। আবেদন মঞ্জুর করা হয় বলে আদালত সূত্রে খবর।

বস্তুত, রাত দখলের কর্মসূচি ছিল টালিগঞ্জের করুণাময়ী মোড়ে। এই কর্মসূচিতে বিক্ষোভকারীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না শূরের বিরুদ্ধে। তাঁর অনুগামীরা মহিলা বিক্ষোভকারীদের হেনস্থা, গায়ে হাত দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এক আন্দোলনকারী জানান যে, প্রণব রায়, গোরা রায় এই গুন্ডারা এসে ট্রাফিক কন্ট্রোল করা শুরু করে। সেখান থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত। রত্না শূর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই হামলা সংগঠিত করিয়েছেন। বাচ্চাদের, মহিলা, বয়স্কদেরও মেরেছে। আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। যদিও রত্না শূর বলেছিলেন, কালো গেঞ্জি পরা একটা মেয়ে তাঁকে 'চটি চাটা চটি চাটা' বলে আঙুল তুলে ধমকাচ্ছিল। তিনি এও বলেন, 'আমার নেতৃত্বে হামলা হচ্ছে। আমার নেতৃত্বে হলে তো আমার ১০০ লোক জড়ো করার ক্ষমতা রয়েছে। এই সব তো আমি জানিই না।' আন্দোলনকারীদের এও অভিযোগ ছিল, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। সেই কারণে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে মামলার আবেদন করা হয়েছে।

সকালে গ্রেফতার, বিকেলে জামিন রূপার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামিন পেলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। বাঁশদ্রোণী থানায় রাতভর ধরনায় বসার পর বৃহস্পতিবার সকালে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপরই এদিন বিজেপি নেত্রীকে বাঁশদ্রোণী থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক রূপাকে জানান, তাঁকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার বাঁশদ্রোণীতে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার। ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার দাবিতে ওইদিন রাত থেকেই থানায় ধরনায় বসেছিলেন রূপা। তিনি জানিয়েছিলেন, যত দিন না অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, তত দিন তিনি থানায় বসে থাকবেন। এর পাশাপাশি অপর এক বিজেপি নেত্রী রুবি দাসকেও গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাঁর নিঃশর্ত মুক্তিরও দাবি তুলেছিলেন রূপা।

প্রসঙ্গত, বুধবার, মহালয়ার সকালে বাঁশদ্রোণীতে পে লোডারের ধাক্কায় নবম শ্রেণির এক ছাত্র মৃত্যুতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকায়। দিনভর উত্তপ্ত ছিল পরিস্থিতি। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসন-কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ভাঙচুর চালানো হয় ঘাতক পে লোডারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় পাটুলি থানার ওসি-কেও। উত্তেজিত বাসিন্দাদের রোষের মুখে পড়েন তিনি। এক কনস্টেবলকে কিল-চড়-ঘুষি মারারও অভিযোগ ওঠে।

দুপুরের পরও পরিস্থিতি শান্ত হয়। কাউন্সিলর এলাকায় না আসায় ক্ষোভ আরও জমতে থাকে স্থানীয়দের মধ্যে। এরপর দুপুরের পর হঠাৎই স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর বহিরাগত হামলার অভিযোগ ওঠে। তাতে নতুন করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় যান ডিসি এসএসডি বিদিশা কলিতা। এরপর ঘটনার পর অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবিতে থানার বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার বিজেপি নেত্রী রুবি দাস।

সম্পাদকীয়

শিক্ষায় নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির থেকে অনেক বড় স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্নীতি

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ-দুর্নীতি নিয়ে এত শোরগোল। স্বাস্থ্যের দুর্নীতি বাইরে এলে এমন চার-পাঁচটা নিয়োগ-দুর্নীতি চাপা পড়ে যাবে। এর হাতেনাতে প্রমাণ; এক জন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের কোটি কোটি টাকার প্রাসাদোপম বাগানবাড়ি, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। নেতাদের এমবিবিএস পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা বন্ধ রাখার নির্দেশ থাকত। সম্প্রতি রাজ্য শাসক দলের 'অপসারিত' এক মুখপাত্রও সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, কী ভাবে আর জি কর মেডিক্যালে প্রশ্নপত্র বিক্রি, নম্বর বাড়ানো ইত্যাদি হয়। প্রতিবেদক লিখেছেন, স্বাস্থ্য দফতরে চিকিৎসক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত মানুষজনদেরও শাসক দলের ছাত্রনেতাদের নিয়মিত 'ঘুষ' দিতে হয়, না হলে প্রত্যন্ত জায়গায় বদলি করে দেবে। সেখানে হয়তো সেই বিশেষজ্ঞের নিজের চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিভাগই নেই। অথবা ভুয়ো অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। 'ছাত্র'-এর কাছে পদানত হয়ে থাকতে হয় প্রথিতযশা সরকারি চিকিৎসকদেরও। অনেকের স্মরণে আছে, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার কয়েক দিন পরে ২৬ মে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ নিউরোসার্জন ডা. শ্যামাপদ গড়াই মহাশয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দেখা না করার 'ধৃষ্টতা'র ফল মিলতে দেরি হয়নি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি সাসপেন্ড হয়ে যান। এমনকি তাঁর রেজিস্ট্রেশনও বাতিল করতে তৎপর হয় রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। প্রস্তাব আনা যেতেই পারে, রাজ্যবাসী 'রাত দখল'-এর মতো প্রতি বছর আর একটি অরাজনৈতিক 'শহিদ দিবস' পালন করে চিকিৎসা পরিষেবায় শৃঙ্খলা ও সততা আনুক।

শব্দবাণ-৬৪

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শাস্ত্রীয় রীতিসম্মত ৩. হিসাব ৫. প্রবাস, স্বদেশ ভিন্ন অন্য দেশ ৭. মৌমাছি ৮. সাদা, শ্বেতকায় ১০. নশ্বর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সুগন্ধ ফুলের নির্যাস ২. রাতে বিচরণ ৩. ভাঁজ, স্তর ৪. চাকলার শাসক ৬. আওয়াজযুক্ত ৯. বন, অরণ্য।

সমাধান: শব্দবাণ-৬৩

পাশাপাশি: ১. ঘোরাফেরা ৩. পর্পট ৪. কবল ৬. নাচন ৯. বখরা ১০. মজদুর।

উপর-নীচ: ১. ঘোটক ২. রাজীব ৩. পরগনা ৫. লম্বাকরা ৭. চরম ৮. খবর।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋষভ পন্থ

১৯৭৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোহা আলি খানের জন্মদিন*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পাওলি দামের জন্মদিন।*
১৯৯৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋষভ পন্থের জন্মদিন।*

সিলেক্টেডের সাইড ইফেক্ট

তন্ময় সিংহ

বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়ার তার 'টুয়েলভথ নাইট' নাটকে মহান হওয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন 'কেউ কেউ মহান জন্মগ্রহণ করে, কেউ মহত্ত্ব অর্জন করে, এবং কিছুজনের উপরে মহত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়।' রাজনীতির অঙ্গনে যদি আমরা শেক্সপিয়ারের এই 'মহত্ব' কে যদি আমরা বদলে নিই 'দায়িত্বে' তাহলে আমরা বর্তমান রাজনীতির এক নতুন ধারার সন্ধান পেতে পারি ও বর্তমানের রাজনৈতিক নেতাদের পদপ্রাপ্তির ধারণা পাওয়া সম্ভব।

গত লোকসভা নির্বাচন থেকে বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক নির্বাচনী রাজ্যে ট্রেন্ড হচ্ছিল একেকজন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের পদ থাকার পরেও তারা বিপথগামী। সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে দেখছিল একজন মানুষ কি করে এত দায়িত্ব সামলাতে পারেন। রাজনীতির ময়দানে যাদের ভাগ্য ততোধিক বিকশিত হয়নি, তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য কিভাবে বদলে নেয়া যায় তার চেষ্টা শুরু করে দেয়। থালা বাজিয়ে , নেতার নামে সারাদিন বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে ভজন গেয়ে, পরিচিত ও কানেকশন কাজে লাগিয়ে কোভিড পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ও টিভির পর্দায় জনপ্রিয়তা পেয়ে রাজনীতির মঞ্চে এগিয়ে যাই একদল তরুণ তরুণী সমস্ত দলের।

এইসব জনপ্রিয় মুখ রাই আস্তে আস্তে উঠে আসতে থাকে শাসক ও বিরোধী দলের হয়ে বিভিন্ন সভা সংসদে ও মিডিয়ার সামনে। এদের নেতৃত্বেই শুরু হয় উভয় পক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো। শাসকদলের পক্ষে এই সমস্ত নেতাদের ঘনিষ্ঠরা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন প্রশাসনে কাঠামোয় ও রাজনৈতিক কাঠামোয় 'সিলেক্টেড' পদ পান অচিরেই তাদের ব্যক্তিগত পরিচিতির জন্য, আর বিরোধী দলের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা না থাকার পরেও তারাই তাদের মুখ হয়ে সন্ধ্যা বেলা সারা রাজ্যের মানুষের কাছে হাজির হয়। উভয় পক্ষেরই এই নেতাদের মাটির সাথে কোন স্পর্শ না থাকার জন্য এবং আন্দোলন থেকে উঠে না আসার জন্য আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধীরা, শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ ভুল গুলির সময়ও মিডিয়ার সামনে বাইট দিয়েই বা কলকাতা কেন্দ্রিক দু একটি কর্মসূচি করে, তাদের কাজ সম্পন্ন করছেন। আবার শাসকদলের প্রতিনিধিরা কোনরকমে ওই একই মিডিয়ার সামনে দু চার কথা বলে, দলের নির্দেশ মত দুই একটি কর্মসূচিতে মুখ দেখিয়েই, আন্দোলন কবে শেষ হয় তার জন্য দিন গুনছেন।

বিগত বাম সরকারের আমলে আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে রাজনীতি থাকার জন্য বিবিধ গন্ডগোল হলেও, ছাত্রাবস্থায় তারা নির্বাচনে অংশ নিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরি হয়েছে। কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাকে বাহ্যিকভাবে অন্তত ব্যক্তিগত ভাবে জনপ্রিয় হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্তরের নির্বাচনে বাম আমলে চিরদিনই ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ থাকলেও রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কলেজগুলিতে তখনকার বিরোধী দল কংগ্রেস ও পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পেরেছিল এবং বর্তমান রাজনীতির অনেক মুখ ই ছাত্র আন্দোলনের ফসল, তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হল আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ইত্যাদির পরিচালন সমিতিতে নির্বাচন, নিয়মিত বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে নির্বাচন গুলোর সময়ও শাসক সিপিএমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বহু জায়গাতে জয়ী হতো বিরোধীরা। বিরোধী এবং শাসক উভয় পক্ষই মানুষের কাছে পরিচিত মুখ এবং তৎকালীন দিনের ওই এলাকার জনপ্রিয় মুখ কে ভোটের ময়দানে নামিয়ে দিয়ে সুযোগ নিতে চাইতো ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার। এই নির্বাচন অনেক সময় রক্তক্ষয়ী হলেও, কয়েক জোড়া চোখ তৈরি করে দিয়েছিল প্রতিষ্ঠান গুলির নজর রাখার। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক বিদ্যালয় আমরা মাঝে মাঝেই যে সমস্ত গন্ডগোলের ছবি শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের মধ্যে আবার অনেক জায়গায় শিক্ষক শিক্ষকদের মধ্যে দেখি টিভির পর্দায়, এছাড়াও আমরা বিভিন্ন দুর্নীতির যে অভিযোগ পাই হয়তো সঠিকভাবে নির্বাচিত কমিটি থাকলে এই সুযোগ আসতো না।

আসলে বামফ্রন্ট সরকার সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে তাদের সংগঠন বিস্তার করার জন্য ইউনিয়ন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকাল কমিটির সদস্যদের পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন ও কমিটি গড়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে একটি প্যারালাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। ২০১১ তে পালা বদলের পর শাসক দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ধারণা হয়, এই ধরনের প্যারালাল ক্ষমতার উৎস গুলি বিপুল মানুষের প্রত্যাশা নিয়ে আসা নব নির্বাচিত সরকারের জন্য ও ব্যক্তি নির্ভর দলের জন্য প্যারালাল ক্ষমতার উৎস জন্ম দিতে পারে ও ক্ষতিকারক হতে পারে। শুরু হয় নতুন এক প্রবণতা 'সিলেক্টেড' ক্যান্ডিডেট দের বিভিন্ন পদে বসিয়ে দেওয়ার। প্রশাসন নির্ভর এক নতুন ব্যবস্থার জন্ম হয় এই সরকারের আমলে এতে সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি প্রশাসনের যোগাযোগ সম্পন্ন হওয়ায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প কোনরূপ মিডিল ম্যান ছাড়াই যেমন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, সেরকমই সরকারি প্রকল্প পেতে গেলে শাসক বিরোধী বিভেদ অনেক মুছে গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সকল মানুষ সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু তারই মাঝে এই 'সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট' দের উপস্থিতি অনেকটা গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন। প্রশাসনিক স্তরে কোন সমস্যা হলে বা দুর্নীতি হলে সাময়িকভাবে সেখানেই তা নিষ্পত্তি করার মত যোগ্যতা 'সিলেক্টেড' দের না থাকায়, সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধানের মুখাপেক্ষী হয়ে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের দিকে আবার এই ক্ষুসিলেক্টেডক্ষু রা আপোষ করে কোন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভুল কাজের বিরোধিতার বদলে এডজাস্ট করে করে গুছিয়ে নিচ্ছে নিজের আখের ।

বিগত কয়েক মাসে এদের কার্যকলাপ ব্যাক ফায়ার করে সরকারের মুখ নষ্ট করার সাথে সাথেই এই সমাজটির সাথে সাধারণ মানুষের পরিচিত ঘটিয়েছে। যদি আমরা একটু তলিয়ে দেখি তাহলে লক্ষ্য করবো বিগত দশকে কিভাবে এই 'সিলেক্টেড' রা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। স্কুল ও কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন পদে নিজেদের পরিচিত ও কলেজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি হিসেবে তার পরিচিত লোকেদের ভিড়, ছাত্র ছাত্রীদের দের মধ্যে শাসকদলের রাস আলগা করেছে যখনই ছাত্রছাত্রী আন্দোলন করেছে কোন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনই আমরা দেখতে পেয়েছি ক্ষুসিলেক্টেডক্ষু দের অসহায় অবস্থা আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরি করতে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, হাসপাতালের পরিচালন সমিতির মাথায় 'সিলেক্টেড' লোকেদের বসে থাকা পরবর্তীকালে জন্ম দিয়েছে প্রশাসনিক দুর্নীতির। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন নির্বাচন নেই তাই এলাকার তথাকথিত ভালো মানুষদের কমিটির মাথা হিসেবে বা জনপ্রতিনিধি হিসেবে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধ হয়ে গেছে। তার বদলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভিতে জনপ্রিয় নায়ক নায়িকাদের বিভিন্ন জায়গাতে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে যাতে তাদের পক্ষে সর্বক্ষণ সময় দেওয়ার ও মানুষের সহযোগিতা করার কোন সুযোগ না থাকে। এতে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না , অন্যদিকে পলিটিশিয়ান শব্দটির এক সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা ভবিষ্যতের পেনশনের জন্য এই শ্রেণী তৈরি করছেন।

শেক্সপিয়ারের ভাষাতেই যদি এ আলোচনায় রাশ টানা যায়, তাহলে আমরা দেখব অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্ব তার মধ্যে জন্ম দিচ্ছে অহমিকার দুর্নীতির এবং নিজের যারা ইয়েস ম্যান তাদের নিয়েই নিজের ছোট বৃত্ত রচনা করে শাসন করার ইচ্ছা। যার প্রতিফলন আমরা 'উত্তরবঙ্গ লবি'র বর্তমানে কুখ্যাত সব নামগুলির এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়ে রাজ্যের সর্বোচ্চ বুদ্ধিমান ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চলা মেডিকেল কলেজগুলির বুকে বিভিন্ন আসর বসানোর ঘটনাগুলি থেকে। আর কিছু মানুষ জন্মাচ্ছেন তার পিতৃ পরিচয় বা পারিবারিক পরিচয় নিয়ে, যাকে ছোট থেকেই তার চারপাশের মানুষজনকে নেতার বংশের আগামীর নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে রাজনীতি করতে হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি তারই প্রতিফলন এলাকার যোগ্যদের থেকে কম যোগ্য হয়েও তারাই বিবেচিত হচ্ছে বিভিন্ন পদপ্রার্থী ও রাজনৈতিক মঞ্চগুলিতে অর্থাৎ লড়াইয়ের ময়দানে ভোটে টিকিট পাওয়ার প্রবনতা দেখে। এই তৃতীয় দল অর্থাৎ যারা দায়িত্ব নিয়ে, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠছে, এই শ্রেণী আস্তে অতি বিরল শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন করে উঠে আসা রাজনীতির মুখের বড়ই অভাব অথচ আমরা সকলেই জানি , রাজনীতিতে ময়দান সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও, এখানে মহত্ব প্রাপ্তি ঘটলে জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হন রাজনীতিবিদ ।

চিত্র: সামাজিক মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত

প্রভাব খাটিয়ে যে বেশি দূর যাওয়া অসম্ভব দেখিয়ে দিয়েছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী

শুভজিৎ বসাক

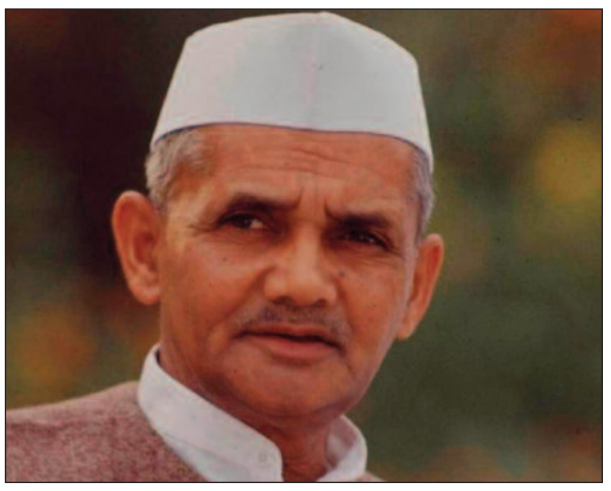

বর্তমান সমাজব্যবস্থা এমন এক স্তরে পর্যবসিত হয়েছে যেখানে প্রভাব প্রতিপত্তির ওপরে সম্বল করে কিছু মানুষ অযোগ্য হয়েও যোগ্য স্থানাধিকারী হয়ে পড়ে। এতে দম্ভ বাড়ে এবং যোগ্যতার মূল্যায়নের অভাবে ভঙ্গুর মানসিকতা সামাজিক অবক্ষয় ডেকে আনে। ঠিক এখানেই ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মত ব্যক্তিত্ব ভীষণ প্রাসঙ্গিকতা বহন করে এবং সেই কথাকেই স্মরণ করে ২রা অক্টোবর এই মহানুভব মানুষটিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যথাযথ সম্মান দেখানো হয়।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পরিবারের একটি কঠোর নিয়ম ছিল যে কেউ তাঁর পরিচয় প্রকাশ্যে এনে কোনও সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না, সাধারণ মানুষের মতোই সবাইকে জীবনধারণ করতে হবে- এমনই অনুশাসনের আওতায় বেঁধে রেখে ছিলেন তিনি। তাঁর ছেলে অনিল শাস্ত্রী প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করতেন। একদিন কোনওক্রমে সেই কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনিলের আসল পরিচয় জেনে যায় এবং ভবিষ্যতে নিজেদের ফায়দা তোলার কথা ভেবে চটজলদি অনিলের মায়না বৃদ্ধি করে তাকে আরও উচ্চতর পদে নিয়োগ করে। নিজের পদোন্নতির কথা অনিল তাঁর বাবাকে জানালে তিনি ভীষণ ভাবিত হন এবং ছেলেকে পাল্টা প্রশ্ন করেন যে তার মধ্যে এমন কি দেখে বছরের শেষ লগ্নে অর্থাৎ নভেম্বরে পদোন্নতি দেওয়া হল? তার প্রত্যুত্তরে অনিল নিজের কর্মদক্ষতাকে জাহির করলেও শাস্ত্রীজি তা বিশ্বাস করলেন না এবং পরেরদিনই সেই অফিসের চেয়ারম্যানকে ফোন করে অনিলকে পদোন্নতি দেওয়ার কারণ হিসাবে তার যোগ্যতার ওপরে ভিত্তি করে নাকি প্রধানমন্ত্রীর ছেলে কোনটা বিবেচিত হয়েছে জানতে চান। সদুত্তর না মিললে তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রীজি অনিলকে আগের পদে ফিরিয়ে দিতে বলেন অন্যথায় কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। শেষে প্রধানমন্ত্রীর বাক্যই মান্যতা পায়।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এমনিতে সাদামাটা মনের মানুষ হলেও প্রচন্ড শৃঙ্খলাপরায়ণতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং কেউ তাঁর প্রভাব খাটিয়ে কোনও সুবিধা গ্রহণ করুক সেটাও ছিল তাঁর অপছন্দের তাই জীবিতকালীন অবস্থায় কখনও কোনও কলঙ্ক তাঁকে ঘিরে ধরেনি। আজকাল সামাজিক পরিসরে একটু নামী ব্যক্তিত্ব হলেই সে নিজে এবং তার পরিচিত অনেকেই সেই প্রভাব খাটিয়ে ফায়দা তুলে যোগ্যতাকে ছোট করে সেই জায়গা দাখিল করে এবং এর ফলে সে তার জীবনকে সুরক্ষিত করলেও তার থেকে তার দ্বারা সম্পাদিত কাজ কোনও সুফল দিতে ব্যর্থ হয় এবং এভাবেই সামাজিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়ে ও নির্দিষ্ট যোগ্য ব্যক্তিত্ব পরিসরের বাইরে থাকায় সেই ক্ষয় সুনিশ্চিত হচ্ছে। তাই প্রভাব প্রতিপত্তিকে সরিয়ে যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিলে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যে শৃঙ্খলাপরায়ণ সামাজিক বিকাশের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা বেঁচে থাকবে।

আমরা ক্ষমাপ্রার্থী

৩ অক্টোবর পৃষ্ঠা ৪ এর উত্তর সম্পাদকীয় তে কবি কৃষ্ণা বসুর ছবিটি অজান্তে ভুল ছাপা হওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কবি কৃষ্ণা বসুর ছবিটি সাথে দেওয়া হল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের বন্যা পরিস্থিতি ইংরেজবাজারে, পরিদর্শনে জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার ইংরেজবাজার শহরের মহানন্দা নদীর জল বাড়তেই নতুন করে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নদী তীরবর্তী এলাকার অসংখ্য ঘর বাড়িতে ইতিমধ্যে জল ঢুকে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্পিড বোট নিয়ে মহানন্দা নদীর পরিস্থিতির পরিদর্শন করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মালদা সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এদিন ইংরেজবাজার পুরসভার মূলত ৮, ৯, ১২, ১৩, ২১, ২২ এইসব

ওয়ার্ডের মহানন্দা নদীর পরিস্থিতির তদারকি চালান প্রশাসনের কর্তারা। পরবর্তীতে ইংরেজবাজার পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ফ্লাড সেন্টারে গিয়ে বানভাসি মানুষদের ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

এদিন দুপুরে জেলা প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের তিনটি স্পিড বোটে প্রশাসনের কর্তারা ইংরেজবাজার পুরসভার মহানন্দা নদীর তীরবর্তী জনবসতি এলাকাগুলি নদীপথে পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি ইংরেজবাজার শহর পেরিয়ে আইহো এলাকা পর্যন্ত যান জেলা প্রশাসনের কর্তারা। প্রচুর মানুষ এই পরিস্থিতিতে আশেপাশে সরকারি স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। ঘরবাড়িতে মহানন্দা নদীর জল ঢুকে পড়ায় প্রচুর পরিমাণ আসবাব সামগ্রীও ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ ওইসব ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সহযোগিতার চেয়েছেন মহানন্দা নদী তীরবর্তী এলাকার বানভাসি মানুষেরা।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, ইংরেজবাজারে শহরকেন্দ্রিক যেসব ওয়ার্ড মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত সেই এলাকায় রয়েছে, এদিন সেইসব জায়গায় পরিস্থিতি পরিদর্শন করা হয়েছে। মূলত অসংরক্ষিত জায়গাগুলিতে মহানন্দার জল ঢুকে পড়েছে। কিছু কিছু বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় সেইসব বাসিন্দাদের নতুন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও প্লাবিত এলাকার বাসিন্দাদের ত্রাণ সামগ্রীও বিলি করা হয়েছে।

সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান ভদ্রেশ্বরের পুজো কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ফের সরকারি অনুদান নিতে অস্বীকার করল হুগলির আরও একটি ক্লাব। 'আনন্দ উৎসব নয়, বিজয়া সম্মিলনী নয়, শুধু নীরব মাতৃবন্দনাই হোক আমাদের ব্রত।' ব্যানারে লিখে সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করল ভদ্রেশ্বরের একটি পুজো কমিটি।

এর আগে হুগলির উত্তরপাড়ার তিনটি, কোন্নগরের তিনটি, শ্রীরামপুরের একটি, বৈদ্যবাটির দু'টি পুজো কমিটি অনুদান নেবে না জানিয়েছিল। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জেলা তো রয়েছেই। আর এবার সেই তালিকায় সংযোজিত হল হুগলির ভদ্রেশ্বরের বাবুরবাজার বারোয়ারি। ৭৯ বছর আগে শুরু হওয়ায় এই পুজো নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হয়ে আসছে। গতবার সরকারি অনুদানের ৭০ হাজার টাকা নিয়েছিল পুজো কমিটি। এবার আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে সরকারি অনুদান নেবেন না এই মর্মে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীকে অবগত করতে ইতিমধ্যেই টাঙানো হয়েছে ব্যানার।

ঠাকুরদালানে তৈরি হচ্ছে ঠাকুর। চলছে মণ্ডপের কাজ। তবে পুজোর সময় মণ্ডপে বাজবে না কোনও বক্স। শুধু ঢাক দিয়েই হবে পুজো।

কমিটির কার্যকারী সভাপতি অশোক ঘোষ বলেন, 'আরজি কর ঘটনার দেশে বিদেশে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ হচ্ছে। সেই প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সরকারি অনুদান নেব না। কোনও আনন্দ উৎসব করব না। ধর্মের অনুষ্ঠান ধর্মীয় ভাবে পালন করব। এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে। অনুদান প্রত্যাখ্যান করায় এলাকার মানুষ আমাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। অনেকেই আগে যা চাঁদা দিতেন তার দ্বিগুণ চাঁদা দিচ্ছেন।' পুজো কমিটির সদস্যা দেবান্বিতা হালদার বলেন, 'পুজো করতে হবেই, তাই করা। তবে কোনও উৎসবে থাকছি না।'

মাঝ নদীতে বেসামাল নৌকো, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন মৌসম নুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নদীপথে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর। বৃহস্পতিবার রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে গিয়েই বিপদের মুখে পড়তে হয় তৃণমূল সাংসদ মৌসম নুরকে। যদিও মৌসুম নুরের কোনোরকম আঘাত লাগেনি। তবে নৌকো থেকে বেসামাল হয়ে ফুলহার নদীতে পড়ে যান তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র রায়। নৌ - চালকদের চেষ্টায় উদ্ধার করা হয় ওই তৃণমূল নেতাকে। সৌমিত্রবাবু আপাতত সুস্থ রয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূল সাংসদ মৌসম নুরের কোনরকম ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। পরেও মহানন্দাটোলা এলাকা পরিদর্শন করে ত্রাণ বিল করেন সাংসদ মৌসুম নুর। উল্লেখ্য, গত একমাসেরও বেশি সময় ধরে মালদার চাঁচল মহকুমার রতুয়া ১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গা এবং ফুলহার নদীতে প্লাবিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বানভাসিদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী। ইতিমধ্যে রতুয়া এবং মানিকচক এলাকাতেও রাজ্য প্রশাসন ও রাজ্যের মন্ত্রীরাও বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। ভূতনি এবং রতুয়া এলাকায় রাতদিন এক করেই জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বন্যা পরিস্থিতি তদারকি চালিয়ে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে এদিন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। বানভাসি মানুষদের খাবার, ত্রিপল-সহ নানান সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তৃণমূল সাংসদ মৌসুম নুর বলেন, যন্ত্রচালিত নৌকা করে যাওয়ার সময় নদীতে এই মাঝপথে নৌকো একটু বেসামাল হতেই দলের একজন নেতা জলে পড়ে গিয়েছিলেন। যদিও তার তেমন চোট লাগেনি।

আবারও ধস, আইসিডিএস কেন্দ্রে আশ্রয় এক পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: খনি অঞ্চলে ধসের আতঙ্ক যেন পিছু ছাড়ছে না এলাকাবাসীর। চলতি মাসেই অণ্ডালের দু'টি জায়গায় পরপর ধসের ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। এবার আবার সেই ধসের ঘটনা ঘটল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার নবগ্রাম গ্রামের মুসলিম পাড়ায়। একেবারে ঘরের মেঝেতে বড় আকারের দু'টি গর্ত সৃষ্টি হয়েছে।

বাড়ির মালিক ছবি খাতুন, শেখ রসু জানান, বুধবার রাতে হঠাৎ করে একটা শব্দ হয় তারপরই দেখা যায় ঘরের মেঝেতে দু'টি জায়গায় বড় আকারের দু'টি গর্তের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য শেখ সিরাজ। তিনি জানান, বুধবার রাতে তিনি খবর পেয়েই ছুটে আসেন এলাকায় এবং ধস কবলিত আতঙ্কিত পরিবারের সকলকে এলাকার একটি আইসিডিএস কেন্দ্রের স্থানান্তরিত করে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন ইসিএলের সোনপুর বাজারি প্রজেক্টের কয়লা উৎপাদনের জন্য যে ব্লাস্টিং হয় তার জেরেই আজ গ্রামের এই সংকটময় পরিস্থিতি।

পঞ্চায়েত সদস্য শেখ সিরাজ জানান, ধসের খবর পাওয়া মাত্র পরিবারটিকে আইসিডিএস সেন্টারে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, বসতি এলাকার খুব কাছে রয়েছে ইসিএলের সোনপুর বাজারি প্রকল্পের খোলামুখ খনি। সেখানে দিনের অধিকাংশ সময় ব্লাস্টিং করা হয়। যার ফলে গোটা এলাকাটি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বছর দুয়েক আগে নবগ্রাম ফুটবল মাঠেও ধসের ঘটনা ঘটেছিল। সম্প্রতি নবগ্রাম গ্রামের অধিকাংশ জায়গা ইসিএল সিবি অ্যাক্টে অধিগ্রহণ করেছে। পুনর্বাসন না দিয়েই খাতা-কলমে এখন জমির মালিক ইসিএল।

বৃহস্পতিবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে সিরাজ বলেন, শেখ রাসুর বাড়িতে ধসের ঘটনাটি সোনপুর বাজারি প্রজেক্টের আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। এখনও তারা কেউ খোঁজ নিতে আসেনি। বিকেলের মধ্যে আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে না এলে পরিবারটিকে নিয়ে এলাকাবাসীরা সংস্থার এরিয়া অফিসের সামনে ধর্নায় বসবে, প্রয়োজনে খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হবেন গ্রামবাসীরা বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

'বসন পরো মা' অনুষ্ঠানে নতুন বস্ত্রদান তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'বসন পরো মা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কেন্দ্রা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এলাকার প্রায় ৪২০০ জন মহিলার হাতে নতুন বস্ত্রের রূপে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হল। অনুষ্ঠানটি হল রামনগর তিন নম্বর কোলিয়ারি ময়দানে। তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'বসন পরো মা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল ছাড়াও এলাকার প্রায় সকল মহিলাদের হাতে নতুন শাড়ি উপহার তৃণমূলের। দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এছাড়াও ছিলেন পাণ্ডবেশ্বের ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখার্জি, কেন্দ্রা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি জীবন ধীবর প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে মহিলাদের হাতে শাড়ি উপহার তুলে দেওয়া হল। বিধায়ক বলেন মৃন্ময়ী মায়ের পূজায় চিন্ময়ী মায়েদের মুখে হাসি ফোটাতেই এই উদ্যোগ।

পরিষেবা বন্ধ করে আন্দোলন সার্থক হতে পারে না : কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রথমে আরজি কর। তারপর আবার সাগরদত্ত হাসপাতাল। চিকিৎসক নিগ্রহের প্রতিবাদে পূর্ণ কর্মবিরতি চালাচ্ছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। আর তাঁদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়ে বারেবারে কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে তাঁদের। এবার ফের একবার জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতি নিয়ে মুখ খুললেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর বক্তব্য, মানুষের পরিষেবা বন্ধ করে আন্দোলন কোনও দিন সার্থক হতে পারে না। এভাবে সরকারও বদল হয় না। তিনি আরও বলেন যে, মানুষ ওদের ভগবার মনে করে। সেই ভগবান যদি অবহেলা করে তা হলে আর বলার কিছু নেই। বুধবার রাতে হুগলি চণ্ডিতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল পুজো উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল সাংসদ জুনিয়র ডাক্তারদের নতুন করে কর্মবিরতি নিয়ে বলেন, 'দাবি পূরণ না হলে পরিষেবা দেব না। এটা কী ধরনের কথা। মানুষ যেদিন জাগ্রত হবে, মানুষের পরিষেবা বন্ধের আন্দোলন সার্থকতা পেতে পারে না। মানুষকে পরিষেবা না দিয়ে বিপ্লব আন্দোলন হয় না। গরিব মানুষকে চিকিৎসা না দিয়ে, গরিব মানুষের বাচ্চারা মারা যাবে, আর ডাক্তাররা আটটা দশটা দাবি নিয়ে রাস্তায় বসে থাকবেন হতে পারে না। মানুষই এর উত্তর দেবে।' তিনি বলেন, 'সরকারকে থ্রেট করে, ভয় দেখিয়ে কখনো সরকার সরানো যায় না। সরকার আসে মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে। জেএনইউ-র কালচার পশ্চিমবাংলায় হয় না। এ বাংলা নজরুল রবীন্দ্রনাথের বাংলা।' পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'ওরা প্রচণ্ড শিক্ষিত। সাধারণ মানুষ ওদের ভগবানের চোখে দেখে। সেই ভগবানরা যদি অবহেলা করে তা হলে কিছু করার নেই। সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী সব হচ্ছে। একটা জায়গায় তো বিশ্বাস রাখতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।'

লরির চাকায় পিষে মৃত্যু এক মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের শশঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মৃত মহিলার নাম দীপালি সাহা। খণ্ডঘোষের কামালপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত রাস্তায় মৃতদেহ ফেলে রেখে স্থানীয়রা লরি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। দুর্ঘটনার পরেই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যান লরির চালক ও খালাসি। স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে ওই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে খণ্ডঘোষ থানায় নিয়ে যায়। শুক্রবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই মহিলা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন।চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলো।দ্রুত গতিতে লরিটি আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ফুটপাথের মধ্যে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মহিলাকে ধাক্কা মারলে। মহিলা রাস্তায় পড়ে গেলে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। মৃত ওই মহিলা ডাকঘর বিভাগে কর্মরত ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি লরিটিকে আটক করে।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: স্কুলের মধ্যেই এক পঞ্চম শ্রেণিব ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করল বাগনান থানার পুলিশ। ধৃত শিক্ষকের নাম সুশান্ত শিকারি। বাড়ি শ্যামপুর থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বাগনান থানা এলাকার গোয়ালবেড়িয়া প্রাইমারি স্কুলে ওই নাবালিকার পরিবারের লোকজন শিক্ষককে ঘিরে ধরে তীব্র বিক্ষোভ দেখায় এবং এলাকার লোকজন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এর পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাগনান থানার পুলিশ। নাবালিকার মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

নারকেলের খোল-ছোবড়ার দুর্গায় নারী সুরক্ষার প্রশ্ন চৈতালির

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

নারকেল নাড়ু তৈরি করার জন্য আনা হয়েছিল দু'টি নারকেল। কিন্তু বাঁকুড়ার এক সৃজনশীল গৃহবধূর মাথায় চলছিল শৈল্পিক চিন্তাভাবনা। যেমন ভাবা তেমন কাজ, নারকেল ভেঙে নারকেলের খোলা এবং নারকেলের ছোবড়া ব্যবহার করে তৈরি করলেন মা দুর্গাকে। দুর্গার এই মূর্তি যেন কথা বলছে। মায়ের মাথা তৈরি হয়েছে নারকেলের খোলা দিয়ে।

প্রায় একপক্ষ ধরে, রাত জেগে পেশায় মেকআপ আর্টিস্ট বাঁকুড়া শহরে স্কুলডাঙার বাসিন্দা চৈতালি বিশ্বাস, তৈরি করেছেন এই মূর্তিটি। মূর্তির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে নারী সুরক্ষার বার্তা। মহালয়ার ঠিক আগের দিন, সম্পূর্ণ হয়েছে কাজটি। দুর্গা মূর্তির চোখ ফেটে ঝরে পড়ছে ক্রোধের আগুন। বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে একটি হাত। গলায় ঝুলছে শিকল! পুরোটাই ব্যক্ত করছে বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী সুরক্ষা। এমনটাই জানিয়েছেন চৈতালি বিশ্বাস।

পেশায় মেকআপ আর্টিস্ট কিন্তু নেশায় সৃজনশীল চৈতালি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে, ঘরোয়া জিনিস ব্যবহার করে তৈরি করে আসছেন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। যেমন আলু দিয়ে মা তারা, বেগুন দিয়েছি শিব, লাউ দিয়ে মা দুর্গা এবং অবশেষে নারকেল দিয়ে মা দুর্গা। চৈতালি এটাই কর্মকাণ্ডে খুশি তাঁর পরিবারের সদস্যরা। উদয়নারায়ণ বিশ্বাস তাঁর পুত্রবধূ চৈতালি

বিশ্বাসের এই কর্মকাণ্ডে খুশি হয়ে প্রশংসা করে বলেছেন, 'শুধুমাত্র শিল্পচর্চা নয়! যথেষ্ট যত্নশীল হয়ে ব্যবসা এবং বাড়ি দুই সামলায় চৈতালি।'

পুজোর ভাইব দিবালকের মতো স্পষ্ট বাঁকুড়া জেলাজুড়ে। পাড়ার মোড়, চায়ের দোকান কিংবা ঘরে ঘরে এখন শুধু পুজোর আলোচনা ও প্রস্তুতি। সেই ভাই এবং ট্রেন্ড ধরে রাখতেই প্রতি বছরের মতো এবছরও তাক লাগানো মায়ের নারকেল দিয়ে মূর্তি বানালেন চৈতালি বিশ্বাস।

এসবিআই লেকটাউন শাখা (০১৫০৬)
পি-৮৭১, লেক টাউন, ব্লক-এ, কলকাতা-৭০০০৮৯
ই-মেল: sbi.01506@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী তন্দ্রা চক্রবর্তী, যিনি **এসবিআই লেকটাউন শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন (**১৭.১০.২০২৪**) **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী তন্দ্রা চক্রবর্তী

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৮.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৬৮.৪৭০	৩টি (বালা + চুড়)
২.	১৮.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৩৪.৩২০	১টি চিক
৩.	১৮.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১১.৩২০	২টি লকেট
৪.	১৮.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৭.৮৮০	৩টি আংটি
৫.	১৮.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৭৫.৮৪০	১টি লকেট সহ চেইন
৬.	১৮.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২৪.৬১০	১টি নেকলেস
৭.	১৮.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৪.৬৭০	১টি পদক এবং ১টি আংটি

তারিখ: ০৪.১০.২০২৪
স্থান: লেকটাউন, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

আঞ্চলিক অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৫

সংশোধিত

উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ যা এই সংবাদপত্রের ২৭.০৯.২০২৪ তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, বাস্তবায়িত হবে ২৯.১০.২০২৪ তারিখে, **বকেয়া পরিমাণ মেসার্স সন্তোষী মা রাইস মিল এর (ক্রম নং ২) পড়তে হবে ১,৫৭,০১,৯৪৩.০০ টাকা** ১,০৬,৭৩,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে এবং **মেসার্স সুদর্শন সিডস প্রা লি. (ক্রম নং ৩) এর পড়তে হবে ৭,৬০,৬৬,০৬৯.০০ টাকা**- ৬,৪৪,৩৫,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে।
বিজ্ঞাপনের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

এসবিআই পারুলিয়া ব্রাঞ্চ (০৯১৬৭)
গ্রাম - পারুলিয়া, পো. দারিকৃষ্ণ, থানা - ডায়মন্ড হারবার
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ইমেল আইডি : sbi.09167@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পারুলিয়া শাখা এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পারুলিয়া শাখার নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। **ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী সুনীল কুমার পাইক,** ঠিকানা : গ্রাম : উত্তর অম্বলধারা, পো : বসুলডাঙ্গা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০৪ শতক, - ৩৮ শতক থেকে, মৌজা : অম্বলধারা, প্লট নং ২৭৫, খতিয়ান নং ৪৬, তৌজি নং ৩২৫, দাগ নং ২৭৫, এডিএসআর -ডায়মন্ড হারবার, থানা : ডায়মন্ড হারবার, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উত্তরে :** অনিল কুমার পাইক, **দক্ষিণে :** গোবিন্দ পাইক, **পূর্বে :** ক্রেতার নিজ ভবন, **পশ্চিমে :** বিক্রেতার নিজ ভবন।	১) ২০.০২.২০১৪ ২) ২৫.০৯.২০২৪ ৩) ৪,৪০,৪৫৮.০০ টাকা (চার লাখ চল্লিশ হাজার চারশ আটান্ন টাকা) টাকা ০৬.০২.২০১৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
২	**মেসার্স এন আর এস মেডিপয়েন্ট, অংশীদার : সোমনাথ সরকার, নিবেদিতা সরকার।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪.২২ শতক, মৌজা : মাখালহাট, জেএল নং ৮৮, আরএস খতিয়ান নং ২১০, এলআর খতিয়ান নং ৭৪৬, আরএস দাগ নং ৩১০, এলআর দাগ নং ৩৮৭, এডিএসআর এবং থানা : ডায়মন্ড হারবার, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উত্তরে :** পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ৩২১, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৩২৪, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৩২০।	১) ১৪.০৭.২০২৩ ২) ১৯.০৯.২০২৪ ৩) ১১,৬১,৫৪৩.০৭ টাকা (এগার লাখ একষট্টি হাজার পাঁচশ তেতাল্লিশ টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা ১০.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ - ২৫.০৯.২০২৪ এবং ১৯.০৯.২০২৪
স্থান - পারুলিয়া, ডায়মন্ড হারবার
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম জি
আরএসআই প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
কলকাতা এবং হাওড়ায় গ্রে আয়রণ কাস্টিংস নির্মাণ শিল্প কাজে নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	আরএসআই প্রাইভেট লিমিটেড (U51909WB1958PTC023703) PAN : AABCR6400P
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১৩৮, বিপ্লবী রাস বিহারি বসু রোড কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন - ৭০০০০১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	ফ্যাক্টরি ঠিকানা : ৩০, নেতাজি সুভাষ রোড, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১০৪, পশ্চিমবঙ্গ (ফ্যাক্টরি লিজে নেওয়া জমিতে অবস্থিত) লিজ চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং তা রিনু করা হয়নি। বিভিন্ন কোর্ট/ট্রাইব্যুনাল সমীপে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আইনি জটিলতার মধ্যে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলছে
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	"গ্রে আয়রণ কাস্টিং"-এর ইনস্টল ক্যাপাসিটি ৯,৬০০ এম টি প্রতি বর্ষে
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রধান পণ্য বিক্রির পরিমাণ : ১৮৪৭.১২৫ এম/টি প্রধান পণ্য বিক্রির মূল্য : ৩,৯০,০৫,৯৩২.৫৩ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কোম্পানিতে ৪৭ জম কর্মী এবং ১৪ জন এমপ্লয়ি (অস্থায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : ibc.rsipltd@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : ibc.rsipltd@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৯ অক্টোবর, ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৯ অক্টোবর ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	৩ নভেম্বর ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩ নভেম্বর ২০২৪
১৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৮ নভেম্বর ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	ibc.rsipltd@gmail.com

দ্রষ্টব্য : *মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ-এর নির্দেশ মোতাবেক সিআরআইপি-এর সময়সীমা ৯০ দিন সম্প্রসারিত হয়েছে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সিওসি-র তৃতীয় সভায় সিওসি-র সদস্যদের দ্বারা অনুমোদন অনুযায়ী।

প্রতাপ মুখার্জি
আরএসআই প্রাইভেট লিমিটেড, প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং - IBBI/IPA-001/IP-P02515/2021-2022/13851
এএফএ নং : AA1/13851/02/201024/106135, বৈধ ২০.১০.২০২৪ পর্যন্ত
২৭এ, ভট্টাচার্যি পাড়া রোড, পশ্চিম বরিষা
পো. ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩
স্থান - কলকাতা
তারিখ - ০৪.১০.২০২৪
যোগাযোগের জন্য ইমেল - ibc.rsipltd@gmail.com

ইন্ডিয়ন ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৩৫

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা (সম্পত্তির মালিক) এর নাম	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ সমন্বিত)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১	**ক) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা খ) মেসার্স মন্ডল ট্রেডার্স স্বত্বা : শ্রী বরুণ মন্ডল** গ্রাম : চড়সরতি, থানা : কল্যাণী, নদিয়া, পিন : ৭৪১২৩৫। **জামিনদাতা : শ্রীমতি প্রীতি রানি মন্ডল** স্বামী শ্রী বরুণ মন্ডল।	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ শতক, **বরুণ মন্ডলের নামে,** আরএস দাগ নং ৮০৯, এলআর দাগ নং ৮৩২, জেএল নং ৪৯, মৌজা : চড়সরতি, এডিএসআর -কল্যাণী পঞ্চায়েত- সরতি অধিক্ষেত্রে উল্লেখ্য দলিল নং ৩১৯৮-২০১৫ সালের। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : উত্তম রায়ের সম্পত্তি, পূর্বে : বরুণ মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সুষমা মন্ডলের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৪.৯৫ শতক বা ৩ কাঠা **বরুণ মন্ডলের নামে,** আরএস দাগ নং ৮০৯,এলআর দাগ নং ৮৩২, জেএল নং ৪৯, মৌজা : চড়সরতি , এডিএসআর -কল্যাণী পঞ্চায়েত-সরতি অধীন, উল্লেখ্য দলিল নং ২০৬১-২০১১ সালের। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : সদানন্দ বিশ্বাস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : খালি জমি সম্পত্তি, পশ্চিমে : শোভা রায়ের সম্পত্তি।	**ক) ০৫.০৬.২০২৪ খ) ০১.১০.২০২৪ গ) ৩০,৫৫,৫০০.০০ টাকা** (তিরিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশ টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ
২	**ক) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা খ) শ্রী স্বস্তিক ঝা,** পিতা স্বপন কুমার ঝা, ৬১/এ, গোবিন্দ বসু লেন, পূর্ব বাড়ুই পাড়া, হালিশহর , উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৩৪। **জামিনদাতা : শ্রী স্বপন কুমার ঝা।**	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট এবং জমির সমানুপাতিক ভাগ অংশ ফ্ল্যাট নং ডি, দোতলায় , শ্রীরাম কমপ্লেক্স ভবন নং ১ পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ১০৯০.০০ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত শ্রীরাম কমপ্লেক্স ভবন নং ১, দাগ নং ১৩২ এবং ১৩৩, জেএল নং ৬০, মৌজা : কৃষ্ণদেববতী,এলআর খতিয়ান পুরসভার ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী পুরসভা এবং থানা : কল্যাণী , জেলা : নদিয়া শ্রীরাম কমপ্লেক্স বিল্ডিং নং ১ অধীনে, **স্বস্তিক ঝা এর নামে চৌহদ্দি :** উত্তরে : কৃষ্ণ মাহাতোর ভবন, দক্ষিণে : পঞ্চায়েত সড়ক এবং মায়া সেন এর ভবন, পূর্বে : চৈতালী মন্ডল এর ভবন এবং ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : হারাধন ঘোষের ভবন।	**ক) ১৯.০২.২০২৪ খ) ০১.১০.২০২৪ গ) ১৭,২৬,৬৩৭.৫৭ টাকা** (সতের লাখ ছাব্বিশ হাজার ছশো সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং সাতান্ন পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০১.১০.২০২৪/স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

গাইঘাটায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন ডিএম-এসপি

নিজস্ব প্রতিবেদ, গাইঘাটা: গাইঘাটায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন ডিএম-এসপি। ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়রত মানুষের কোনও অসুবিধা আছে কি না জানতে চান। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেকাংশ ইছামতির জলে প্লাবিত হয়েছে। অনেক মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। এদিন উত্তর ২৪ জেলার জেলাশাসক দীনেশ কুমার দ্বিবেদী, বনগাঁ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। সেখানে আশ্রয়তদের রান্না করা খাবারে কি দেওয়া হচ্ছে, জামা কাপড় দেওয়া হয়েছে কিনা, মেডিক্যালের সুবিধা পাচ্ছে কি না, পানীয় জলের সমস্যা আছে কি? সমস্ত বিষয়ে জানতে চান। নতুন করে মেডিক্যাল ক্যাম্প করার জন্য নির্দেশ দেন ব্লক স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে। বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনের আগে এদিন গাইঘাটা বিডিও অফিসে ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধান ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি একটি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে ইছামতি সংস্কার নিয়ে দাবি তোলেন পঞ্চায়েতের তরফ থেকে। ইছামতি সংস্কারের জন্য সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের এলাকা পরিদর্শনের জন্য নির্দেশ দেন। সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ত্রাণ শিবিরে থাকা সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন তাদেরকে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে। এদিন ডিএম সাহেব পরিদর্শন করতে এসেছেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) আকাঙ্খা ভাস্কর জানিয়েছেন, এই এলাকায় জল জমে থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ইছামতি সংস্কার করার জন্য সেচ দপ্তরকে পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃত বিজেপি নেত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মৃত বিজেপি নেত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এদিন দুপুরে মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। আর্থিকভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে পরিবারের লোকেদের আদালতে দ্বারস্থ হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। এদিন সুকান্ত মজুমদারের সহেগ উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শুভ চক্রবর্তী, মহিলা মোর্চা জেলা নেত্রী ষষ্ঠী বসাক (ভট্টাচার্য) সহ আরো অনেকে।

উল্লেখ্য, মৃতার নাম মামণি বর্মন (৩০)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চকরাম এলাকায়। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা ছিলেন। দিন কয়েক আগে গভীর রাতে পেট ব্যথা নিয়ে বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। পরবর্তীতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মামণির। তাঁর পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, চিকিৎসক দেরিতে আসার ফলে এবং ভুল ইনজেকশন দেওয়ার কারণেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে মৃতার দাদা কর্ণ বর্মন জানিয়েছিলেন, চিকিৎসার গাফিলতির কারণে তাঁর বোন মারা গিয়েছে। সঠিক সময় চিকিৎসক আসেননি। পাশাপাশি ভুল ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে।'

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার জানান, 'আমরা পরিবারকে এ বিষয়টি নিয়ে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছি। পুরো বিষয়টি নিয়ে আমরা তদন্তের দাবি করছি। তাঁর মেয়ের নামে এক লক্ষ টাকার চেক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর ছেলেকে পরবর্তীতে এক লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হবে দলের তরফে।'

ভয়াবহ বন্যায় রাস্তা ভেঙে লন্ডভন্ড, দ্রুত সংস্কারের দাবি খানাকুলবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার জেরে আরামবাগ মহকুমা জুড়েই ভয়ংকর পরিস্থিতি। আর এই বন্যার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ভেঙে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। রাজ্য সড়ক থেকে শুরু করে গ্রামীণ রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ একেবারে বিছিন্ন হয়ে গেছে। একদিকে বন্যার জলে যোগাযোগ বিছিন্ন অন্যদিকে বন্যার জলে রাজ্য সড়ক ভেঙে যাওয়ায় ত্রাণ পৌঁছনো দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে রাস্তা মেরামত করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশাসন উদাসীন। খানাকুলের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ভেঙে বন্যার জল প্রবাহিত হচ্ছে। পাশাপাশি কোথাও রাস্তা দুমড়েমুচড়ে ভয়ংকর অবস্থা। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না। ফলে একদিকে ত্রাণ পৌঁছনো যেমন অসুবিধা হচ্ছে তেমনি বন্যা দুর্গত মানুষ পুরোপুরি বন্দি হয়ে রয়েছে। জানা গেছে, খানাকুল, গোঘাট, আরামবাগ ও পুরশুড়ায় রাজ্য সড়ক ও গ্রামীণ যোগাযোগের রাস্তাগুলিও বেহাল। মায়াপুর থেকে হেলান যোগাযোগের প্রধান বাস রুট তিলকচকের কাছে একেবারে ভেঙে গেছে। রামমোহন ২ পঞ্চায়েত, তাঁতিশাল পঞ্চায়েত প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে নিকটবর্তী দক্ষিণ নারায়ণপুর ব্লক প্রাথমিক হাসপাতাল কিংবা আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেকোনো অত্যাবশ্যকীয় পরিবহণের ক্ষেত্রে এটি প্রধান সড়ক। তাই এই রাস্তা দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন। এছাড়া আরামবাগ থেকে ভায়া মায়াপুর হয়ে খানাকুলের জগৎপুর রাজ্য সড়কের বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে এবং বন্যার জলে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বন্যার জলের তোড়ে আরামবাগ মহকুমার বহু জায়গায় ভেঙেছে রাস্তা। তার জেরে এখনও বিচ্ছিন্ন বহু এলাকা। জরুরি ভিত্তিতে তাই ভাঙা রাস্তা সারানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত পঞ্চায়েত দপ্তরের। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিতা বাগ বলেন, যে রাস্তাগুলো ভেঙে গেছে সেগুলি চিহ্নিত করার কাজ চলছে। আমরা রিপোর্ট তৈরি করে পাঠাব। অপরদিকে, হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিজন বেসরা বলেন, বন্যার জল নামলেই কাজ শুরু হবে। জেলা পরিষদের অধিনে যে সব রাস্তা সেইগুলি দ্রুত মেরামত করা হবে। এই নিয়ে আমরা প্রশাসনিক বৈঠক করে ফেলেছি। চূড়ান্ত রিপোর্ট এলেই কাজ শুরু হবে।

ডাক্তারদের কর্মবিরতিতে মেদিনীপুর হাসপাতালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পুনরায় জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন শুরু হতেই বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনেরা জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান মঞ্চের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন। বিক্ষোভ সামাল দিতে হিমশিম অবস্থা হয় পুলিশের। রোগীর আত্মীয়রা জানিয়ে দেন, আন্দোলনকারীদের দাবিতে সহমত থাকলেও হাসপাতালে পরিষেবা বারবার বন্ধ করার অধিকার নেই। এতে প্রতিদিনই রোগী ও রোগীর ও পরিবারের লোকজনদের ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই অবিলম্বে পরিষেবা চালু না করলে পুরো হাসপাতালের দরজা আমরা বন্ধ করে দেব।

বৃহস্পতিবার নতুন করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি ঘোষণা করেন। এর জেরে হাসপাতালের আউটডোরের টিকিট কাউন্টার পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাজারের বেশি রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর পর পরিস্থিতি দেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কেমোথেরাপি সহ বিভিন্ন জরুরি পরিষেবা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় রোগীর পরিজনদের মধ্যে বিক্ষোভ উত্তেজনা বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কোতোয়ালি থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী হাসপাতালে পৌঁছয়। জুনিয়র ডাক্তারদের মঞ্চের সামনে এই বিক্ষোভ উত্তেজনা বাড়তে দেখে পুলিশ জুনিয়র ডাক্তারদের নিরাপত্তার দিকে জোর দিয়ে বিক্ষোভকারীদের বোঝাতে শুরু করে।

বেকারি শিল্পের প্রসার ও খাদ্য সুরক্ষায় বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ফুড সেফটি বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হল বীরভূম জেলা শিল্প কেন্দ্রে। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার সোমেন দত্ত, বীরভূম জেলা ফুড সেফটি ইন্সপেকটিং অফিসার ড প্রসেনজিৎ বটব্যাল, বীরভূম জেলা অফিসার আয়েশা খাতুন সহ জেলা শিল্প কেন্দ্রের আধিকারিক বৃন্দ।

অতীত আবাহনে জেগে ওঠেন মৌতড়ের মা বুড়িদুর্গা

মোষহীন বুড়িদুর্গার উলটোদিকে গণেশ কার্তিক, প্রসাদে মদ

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

দেবী দুর্গার নাম বুড়িদুর্গা। দশভুজা শিবানীর পায়ের তলায় নেই মোষ। তবে আছে নতজানু অসুর। পাঁচশো বছরের বেশি প্রাচীন বুড়িদুর্গার সঙ্গে গণেশ ও কার্তিকের অবস্থান এখানে উলটো অর্থাৎ দেবীর ডানে কার্তিক আর বাঁ দিকে থাকেন গণেশ। দেবীর প্রসাদে দেওয়া হয় মদ। প্রায় পাঁচশো বছরের থেকেও বেশি সময় ধরে চলছে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড় গ্রামের বুড়িদুর্গার বৈচিত্র্যময় এই পুজো। ছোট বাজেট হলেও প্রাচীনত্ব,ঐতিহ্য আর প্রাণের টানে বুডিদুর্গার থানে ভিড় জমান দর্শনার্থীরা।

মৌতড়ের বুড়িদুর্গার পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন শক্তিপদ ভট্টাচার্য, মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুবল* সমীর, দেবদাস ভট্টাচার্যরা। তাঁরা জানান, ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই পুজো চলছে। এই বুড়িদুর্গার পুজো চালু করেছিলেন গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর আদি বাড়ি নদিয়ার বাঁশবেড়িয়ায়। তিনি সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের রাজসভায় পন্ডিত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। পুরুলিয়ার কাশিপুরের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিং দেও তাঁকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। কয়েক বছর কাশীপুরের রাজ দরবারে থেকে তিনি ফিরে যেতে চান। কিন্তু রাজা গৌরীকান্তবাবুকে আর ফিরে যেতে দেননি। রাজা তাঁকে রঘুনাথপুর ২ ব্লকের বাঁন্দা এলাকায় জমি দেন। বসবাস করার জন্য বাঁন্দার কাছে মধুতটি ওরফে মৌতড়ে জমি দেন। তখন মৌতড় গ্রামটি ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা। কিছু মানুষজন বসবাস করত। বসতবাড়ি করার পরে তিনি রাজার দেওয়া জমি চাষিদের চাষ করতে দেন। কিন্তু, জমির ফসল ওঠার আগে কে বা কারা তা নিয়ে পালিয়ে যায়। বেশ কয়েকবার চাষ করে ফসল পেলেন না তিনি। সেই খবর রাজাকে জানাতেই রাজা ধান চাষ করার পরে সৈন্য পাঠিয়ে দিতেন পাহারা দেওয়ার জন্য। ধান ঘরে তোলার আগে একদিন গৌরীকান্তবাবু রাতে সৈন্যরা ঠিকমতো পাহারা দিচ্ছে কিনা তা দেখতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি দেখেন একটি বুড়িকে মাঠ থেকে সৈন্যরা আটক করেছে। ওই বুড়ি মহুল ফল খেয়ে মাতালের মত ঢুলছিলেন। সৈন্যরা আটক করতেই বুড়ি দেবী দুর্গার রূপ ধারণ করেন। পন্ডিত গৌরীকান্ত দেবীকে সেদিন যেমন রূপে দেখেছিলেন সেইমতো দুর্গার প্রতিমা তৈরি করে পুজোর নির্দেশ দেন। সে বছরই মৌতড়ে মন্দির গড়ে দুর্গাপূজা শুরু হয়। তখন থেকে ওই পুজোর নাম হয় বুড়িদুর্গা।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের পরিবারের লোকেরাই এখন এই পুজো পরিচালনা করছেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, এখনও বোধনের দিন দেবীকে গ্রামের বড়পুকুর থেকে পালকিতে মন্দিরে আনা হয়। দেবীর প্রসাদে মাছ, মাংস, ভাত সহ মোট ১৩ রকমের ভোগ থাকে। সঙ্গে মদ দেওয়ার রীতি রয়েছে। কারণ পূর্বপুরুষদের দেখা বুড়িরূপী দেবী দুর্গা মহুলের নেশায় ঢুলছিলেন। মোষবিহীন দুর্গা কেন? উত্তরে পরিবারের লোকেরা জানান,পুজোর প্রতিষ্ঠাতা গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য দেবীকে যখন দেখতে পেয়েছিলেন, সেদিন দেবীর পায়ের কাছে নতজানু অসুরকে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু মোষ ছিল না। কার্তিক ও গণেশের অবস্থানও ছিল উলটো। তাই সেই রীতি এখনো চলছে। পরিবারের সদস্য দেবদাস ভট্টাচার্য বলেন, মৌতড় গ্রামের*মা বড়কালী পুরুলিয়া জেলার প্রথম তথা রাজ্যের অন্যতম। সেই মা বড়কালীর প্রতিষ্ঠার আগে এই বুড়িদুর্গার প্রতিষ্ঠা। সরকারের দেওয়া পুজো কমিটিগুলিকে সাহায্য দেওয়া হলেও প্রচীন মৌতড়ের বুড়িদুর্গা পুজোই বঞ্চিত।

দুর্গাপুজোয় চারদিনের আনন্দে সারা বছর অপেক্ষা মুখোপাধ্যায় পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কান্দি: কান্দি পুরসভা এলাকার রসোড়া মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাকে দশমীর দিন পান্তা ভাত, কচুর শাক, পোস্ত বাটা দিয়ে বরণ করে বিদায় জানানো হয়। এছাড়া সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে পঞ্চব্যাঞ্জন, সাত ভাজা, মাছের ঝোল দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। শুধু সন্ধিপুজোয় দেবীকে লুচি, মণ্ডা, অমৃতকল্প সহযোগে নিরামিষ ভোগ নিবেদন করার প্রথা দুশো বছর ধরে চলে আসছে। পারিবারিক পুজোয় দেবীর ভোগে মাছের ঝোল দেওয়া হলেও পরিবারের কুলবধূরা সপ্তমী ছাড়া পুজোর বাকি তিনদিন ভাত মুখে দেন না। চারদিন মণ্ডপের সামনে অগ্নিকুণ্ডে কাঠ পুড়িয়ে ব্রহ্মাকে সাক্ষী রেখে তান্ত্রিক মতে পুজো হয়। নবমীতে পরিবারের কনিষ্ঠ একজনকে দেবীর আসনে বসিয়ে কুমারী পুজোর আয়োজন আজও চলে আসছে।

মুখোপাধ্যায় পরিবার বর্ধমান জেলার ঘোষপাচিকা গ্রামের আদি বাসিন্দা। ভীমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটোরের রাজবাড়িতে কাজ নিয়ে গ্রাম ছাড়েন। ভীমচন্দ্রের বংশধর রতনেশ্বর মুখোপাধ্যায় নাটোরের পাট চুকিয়ে রসোড়ায় বিয়ে করে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হন। রতনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্রথমপক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর গ্রামবাসীরা কুলিন ব্রাহ্মণের গ্রামেই আবার বিয়ে দেন। রতনেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাড়িতে দেবী দুর্গার পূজা শুরু করেন। দুশো বছরেরও বেশি প্রাচীন মুখোপাধ্যায় পরিবারের পুজো।

বর্তমানে মুখোপাধ্যায় পরিবার চার শরিকে বিভক্ত। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবছর পুজোয় সবাই দালান বাড়িতে মিলিত হন। বাড়ির পুজোয় অস্ট্রেলিয়ার পার্থ থেকে আসেন রোমিতাদেবী। পরিবারের প্রবীণ মিহির মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পুজোর চারদিন বাড়ির দালাল গমগম করে। পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া গল্পের দিনের জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি।'

মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গা একচালার ডাকের সাজের দেবীমূর্তি। আগে বলিদান প্রথা ছিল। পরিবারের সদস্যদের আপত্তিতে এখন শুধু চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। তবে পুজোর উপাচারে কোনও পরিবর্তন হয়নি। পরিবারের কুলবধূ ইরা মুখোপাধ্যায়, রেখাদেবী, ভারতীদেবী, অনিমাদেবীরাই পুজোর সমস্ত জোগার নিজে হাতে করেন। স্বাতি মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আগে বাবুর্চি দিয়ে রান্না হত। এখন পুজো সামলে আমরাই সমস্ত রান্না করি। পুজো চারদিন এত আনন্দ হয় যে শারীরিক পরিশ্রম বুঝতেই পারি না।' তবে পুজো চারদিন শৈশব, কৈশোরের দস্যিপনা, খুনসুটিতে নিজেদের মাতিয়ে রাখে পরিবারের খুদে সদস্যরা।

মিঠি, সিয়োনা, সুভদ্রারা জানাল, পুজোর আয়োজনে তাদের ডাক না পড়লেও দেবী দুর্গার ১০৮ পদ্মের মালা গাঁথার দায়িত্ব তাদেরই হেপাজতে রয়েছে। দশমীর সকালে বিষাদের ছায়া নেমে আসে পরিবারে। প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, চোখের জলেই মাকে বিদায় দিতে হয়। আগে বাইচ করে বিসর্জন করা হত। এখন লোক অভাবে গাড়িতে গ্রাম পরিক্রমা করে নিজেদের পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

ফুড সেফটি ও সাইবার ক্রাইম সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে বৃহস্পতিবার ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ফুড সেফটি ও সাইবার ক্রাইম সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা। কিছুদিন আগে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক পোস্টার প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হয়েছিল তাদের পুরস্কার দেওয়া হয় এদিন। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা ফুড সেফটি ইনস্পেক্টিং অফিসার প্রসেনজিৎ বটব্যাল এবং বীরভূম জেলা সাইবার ক্রাইম থানার অফিসার রুহুল আমিন। এদিনের অনুষ্ঠানের সকলকে স্বাগত জানান ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মুকুন্দ লাল মণ্ডল, বীরভূম জেলার ফুড সেফটি অফিসার আয়েশা খাতুন, ডিস্ট্রিক্ট কনজ্যুমার প্রটেকশন কাউন্সিলের বীরভূমের সদস্য মৃণালজিত গোস্বামী প্রমুখ। এদিন বীরভূমের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কুইজ প্রতিযোগিতাও।

রক্তাক্ত গোঘাটের বেঙ্গাই কলেজ, আহত প্রায় ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শারদোৎসবের প্রাক্কালে গোঘাটের বেঙ্গাই কলেজ রক্তাক্ত হয়ে উঠল। বহিরাগত কিছু ছাত্র এসে বর্তমান ছাত্রদের বেধড়ক মারধর করে। তাতে বেশ কয়েক জন ছাত্র আহত হন। তাদের আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কলেজ চত্বরে। খবর পেয়ে গোঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী কলেজে হাজির হয়। উত্তেজনা কমাতে এলাকা থেকে সকলকে হঠিয়ে দেয় তারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কলেজে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ যে, কলেজে বহিরাগত বেশ কিছু ছাত্র কলেজে এসে আইকার্ড নিয়ে স্বজনপোষণ নীতি করছিলেন। আবেদন করা সত্ত্বেও বর্তমান ছাত্ররা অনেকেই কার্ড পাচ্ছিলেন না। অথচ বহিরাগতরা প্রভাব খাটিয়ে তাদের ইচ্ছেমতো ছাত্রদের কার্ড দিয়ে দিচ্ছিলেন। আর এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় বহিরাগত ছাত্ররা প্রতিবাদী ছাত্রদের আক্রমণ করে। অতর্কিতে বেধড়ক মারধর করে। তাতে বেশ কয়েক জনকে নিয়ে যাওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজে। এই বিষয়ে ওই কলেজের বর্তমান আহত ছাত্র কাজি রাজিবুল ইসলাম বলেন, বহিঃরাগত ছাত্রদের এনে পীযূষ নামে এক যুবক মারধর করে আমাদের। ছয় থেকে সাত জন ছাত্র গুরুতর আহত। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বেঙ্গাই কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ আজহার বলেন, কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান বহিঃরাগতদের কলেজে প্রবেশ করিয়ে আমাদের মারধর করে। যদিও এই বিষয়ে কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান রাজদীপ দে'র সহেগ যোগাযোগ করা হবে তিনি বলেন, ঘটনার সময় আমি ছিলাম না। ওই কলেজ আমার অঞ্চলের মধ্যে পড়ে না। মিথ্যা অভিযোগ। অপরদিকে এই ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ পরমার্থ ঘোষ। তিনি এই ঘটনা লজ্জা বলে মন্তব্য করেন।

দেহজীবী মায়েদের পুজোয় শুরু দুর্গোৎসব

সুজিত ভট্টাচার্য ● আউশগ্রাম

যেখানে নারীদের সম্মান নিয়ে হাজারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সেখানে দেহজীবী মাদের পুজো করে তাদের শুরু হবে এবার পুজো। প্রত্যেক বছরই অভিনবত্বের দাবি রাখে আউশগ্রামের এই পুজো কমিটি। তবে প্রতি বছর তাদের পুজোর উদ্বোধন হয় চতুর্থীতে। এবারও সেই উদ্বোধন মঞ্চেই পুজো করা হবে দু'জন দেহজীবীদের এনে। সমাজকে আলো দেখান তাঁরা।

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের জঙ্গলমহলের অজয় তীরের প্রাচীন ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রাম গোপালপুর, উল্লাসপুর। পাশাপাশি দু'টি ছোটোখাটো গ্রাম। সেই গ্রামের বাসিন্দা বিশিষ্ট লেখক রাধামাধব মণ্ডলের উদ্যোগে এই গোপালপুর উল্লাসপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন। তিনি বলেন, পাশাপাশি জমিদারদের গ্রামে পুজো হয় আড়ম্বর করে। সেখানে তাদের গ্রামের নিরন্নদের কোনও অংশগ্রহণ থাকে না। একটু প্রসাদের জন্য তারা লালায়িত। কেউ হাতে তুলে দেয়নি ভালোবেসে। তাই গ্রামের খেতমজুরদের একদিনের আয় দিয়ে শুরু করেছিলেন পুজো। এখন কয়েক বছর ধরে পান সরকারি সাহায্য।

গত বছর এই পুজো কমিটির উদ্বোধনে এসেছিলেন বৃহন্নলাদের একটি দল। তাদের পুজো করেছিলেন গোপালপুর, উল্লাসপুর গ্রামের মানুষরা। তার আগের বছর ২০২২ সালে গ্রামের দু'জন কৃষককে পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল পুজো। পুজো কমিটির আরও এক সদস্যা রাখী মণ্ডল বলেন, 'আমাদের দু'টি ছোট গ্রাম অজয়ের বন্যায় একাধিকবার ধ্বংস হয়েছে। গ্রামের বহুমানুষ চলে গিয়েছে বীরভূমের হালসিডাঙা, শ্রীচন্দ্রপুর, সেনকাপুর গ্রামগুলোতে। একাধিক মানুষ মহামারির কবলে পড়েছে। কলেরায় গ্রামের ১৮ পাড়া বর্তমানে পাঁচ পাড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই গ্রামের বর্তমান ৫৬টি পরিবার, যার মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজন বেশি। তাদের নিয়ে শুরু হয় পুজো। কালসোনা মেটে, অজয় মেটে, পরিধন কর্মকার, নিমাই মেটে, প্রদীপ ঘোষ, রতন কর্মকার, মিতালী, তুলিকা মণ্ডলরা মিলে নানা মানুষের দান এনে শুরু হয় পুজো। পরে সরকারি সাহায্যও মেলে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে।'

এবার দেবী এখানে গুহার মধ্যে পুজো পেতে আসছেন। তাদের থিম গুহার মধ্যে দেবী। আর চতুর্থীর বিকেলের উদ্বোধন মঞ্চে বিশিষ্টজনদের ভিড়ে এসে উপস্থিত হবেন দু'জন দেহজীবী মা। তাদের পুজো করবে থালায় বসিয়ে গ্রামের মানুষ। সেই শুরু হবে পুজো। অভিনব এই ভাবনায় ইতিমধ্যেই এই পুজো নিয়ে নেটিজনদের মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা। পুজোর দুই মাস আগে থেকেই এখানে দেবী প্রতিমা নির্মাণ করে গিয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মল্লারপুরের মৃৎশিল্পী নিতাই সুত্রধর। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে গুহা নির্মাণের কাজও।

তবে এই গ্রামের মাটিতে কেন দেহজীবীদের এনে পুজো? কোনও বিতর্কের জন্ম দেবে না তো! লেখক রাধামাধব মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'একসময় তন্ত্রের এই দেবী, যুদ্ধের এই দেবীকে অশুভ শক্তির বিনাশে পুজো করা হয়েছিল। শুম্ভনিশুম্ভকে তিনি বধ করেন। ছালনাময়ী দেবী রূপাতিত! তবে বাংলার বহু গ্রামে ডাকাতদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি তিনি ডাকাত দলের হাতেও পূজিত হতেন। নকশাল আন্দোলনের সময় আমাদের এই গ্রাম ছিল হিংস্র। বিচ্যুত নকশালপন্থীরা অনেকেই সে সময় ডাকাতদলে নাম লেখান। বহু ডাকাতকালী রয়েছে গ্রামে। আমাদের এই গ্রামের কয়েকটি ডাকাতকালী আজও জনপ্রিয়। দুর্গার নবপত্রিকার আহ্বানে, দেবীকে আহ্বানের সময়ে বেশ্যালয়ের মাটির প্রয়োজন হয়। সেখানে তন্ত্রধারক বলেন, 'সুখ প্রখিতমস্তু শ্রীবিষ্ণু প্রুনাতু'। সেইসঙ্গে ভূমি পুজো আর শক্তির পুজোতে পঞ্চ ম'কারের ব্যবহার আছে। আসলে পিছিয়ে থাকা নারী শক্তিকে জাগ্রত করতেই চণ্ডীতে এমন লিখেছেন ঋষিরা। আমিত্ব বিসর্জনের এই মা'দের পুজো করতেই এমন উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে মনের কালিমা দূর হয় আমাদের।'

রাজ্যস্তরের বহু কৃতী মানুষ আসেন এই পুজোতে। পুজোর নানাদিন থাকে নানান লোক অনুষ্ঠান। এবার রায়বেঁশে, বহুরূপী, বোলান, ভাদু দলের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের অনুষ্ঠানও হবে। এবারের এই অখ্যাত আউশগ্রামের গ্রামে এসে চতুর্থীর মঞ্চে পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন পরিচালক, লেখক, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।

নানা থিমের সমাহারে এবারে সেজে উঠবে মালদার বিভিন্ন মণ্ডপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার প্রাচীন ঐতিহ্য গম্ভীরা গান এবং মানব পুতুল নাচ দেখা যাবে পুজো মণ্ডপে। দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়াতে এবারে মালদার ইংরেজবাজার শহরের ২ নম্বর গভর্মেন্ট কলোনির বাঘাযতীন ক্লাবের কর্মকর্তারা এই পুজোর থিমকে সামনে রেখেই তৈরি করছেন পুজো মণ্ডপ। অন্যদিকে ইংরেজবাজার শহরের মকদমপুর এলাকায় অবস্থিত নবারুণ সংঘের এবারের থিম বৈষ্ণবদেবীর মন্দির। উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য এলাকায় এই দুর্গম শিবমন্দিরকে ঘিরেই তৈরি হচ্ছে নবারুণ সংঘের পুজোর থিম। ইংরেজবাজার শহরের এই দুটি বিগ বাজেটের পুজোই ইতিমধ্যে রাস্তা জুড়ে আলোক শয্যায় ভরিয়ে তোলা হয়েছে।

ইংরেজবাজারের শহরের ২ নম্বর গভর্মেন্ট কলোনির বাঘাযতীন ক্লাবের 'নারী আমি দশভূজা' এমন নারী শক্তির থিমকেও পুজো মণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে। এছাড়াও পঞ্চমী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত বাঘাযতীন ক্লাবের পুজো মণ্ডপে সরাসরি দেখা যাবে মালদার প্রাচীন ঐতিহ্য গম্ভীরা এবং মানব পুতুল নাচ। এই পুজোর বাজেট প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন ক্লাব কর্তারা।

অন্যদিকে মকদমপুর এলাকার নবারুণ সংঘের বৈষ্ণবদেবীর মন্দির তৈরি করেই মালদাবাসীকে চমক দিতে চলেছে পুজো উদ্যোক্তারা। মণ্ডপশিল্পী সুদীপ্ত চৌধুরীর শিল্পকলায় তৈরি হচ্ছে বৈষ্ণবদেবীর মন্দিরের আদলে সুসজ্জিত পুজো মণ্ডপ। এছাড়াও চন্দননগরের আলোকসজ্জাতেও থাকছে ছোটদের মন মাতানো বেশ কিছু কার্টুনের চিত্র। সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সভাপতি অনামিত্র চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এবারে তাদের পুজোর ৯৪ তম বর্ষ। উত্তরাখণ্ডে বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরের আদলেই গড়ে তোলা হচ্ছে পুজো মণ্ডপটি। এছাড়া পুজোর কটাদিন দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ এবং নানান ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্বে ব্রুজোঁ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: কার্লেস কুয়াদ্রাতের পদত্যাগের পর নতুন কোচের সন্ধানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। বিভিন্ন কোচের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সেই কাজে অনেকটাই এগিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সব ঠিক থাকলে অস্কার ব্রুজোঁকে ইস্টবেঙ্গলের পরবর্তী কোচ হিসাবে দেখা যেতে পারে। তবে তাঁকে কোচ করাতে বাধা দু'জায়গায়। তাই ইস্টবেঙ্গলের তরফে বিকল্প হিসাবে আলোচনা চালানো হচ্ছে ইভান ভুকোমানোভিচের সঙ্গেও।

গত ছ'বছর বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের কোচ ছিলেন ব্রুজোঁ। বসুন্ধরা পেশাদার লিগে খেলা শুরু করার পর থেকে ব্রুজোঁর হাত ধরেই তাদের ভোল বদলে যায়। গত ছ'বছরে ঘরোয়া ফুটবলে ১১টি ট্রফি জিতেছে তারা। বাংলাদেশের ফুটবলে অন্যতম সফল কোচ বলা হচ্ছে ব্রুজোঁকে। গত ৫ জুলাই সমাজমাধ্যমের একটি পোস্টে বসুন্ধরার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তিনি। এখন ফাঁকাই রয়েছেন।

অতীতে আইএসএলের ক্লাব মুম্বই সিটি এফসি-র সহকারী কোচ হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ব্রুজোঁর। ফলে আইএসএল তাঁর কাছে অচেনা নয়। এ ছাড়া ১২ বছর আগে আই লিগে স্পোর্টিং ক্লুব দ্য গোয়াতেও কোচিং করিয়েছেন তিনি।

সূত্রের দাবি, ব্রুজোঁর এজেন্টের সঙ্গে কথা বলেছে ইস্টবেঙ্গল। তবে তাঁকে কোচ করে আনার ব্যাপারে সমস্যা মূলত দু'টি। প্রথমটি অর্থ। ব্রুজোঁ কয়েক কোটি টাকা চাইতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। দল গড়তে প্রচুর অর্থ খরচ করে ফেলা বিনিয়োগকারী ইমামি তাতে রাজি হবে কি না তা নিশ্চিত নয়।

দ্বিতীয়ত, কোচ হলে ব্রুজোঁ চান জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডো খোলা হলেই ক্লেটন সিলভাকে ছেড়ে দিতে। তাঁর বদলে তিনি রবসন দা সিলভা ওরফে রবিনহোকে সই করাতে চান। ব্রুজোঁ বসুন্ধরা ছাড়লেও রবিনহো এখনও খেলছেন সেই ক্লাবের হয়ে। তাঁর বাজারমূল্য ছয় কোটি টাকা। ব্রুজোঁ নিজের পছন্দের ফুটবলারকে সই করাতে চান।

পাক ক্রিকেটে নতুন অশান্তি

কোচের উপর ক্ষুব্ধ বাবর, বোর্ডের কাছে অভিযোগ প্রাক্তন অধিনায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার পাকিস্তানের সাদা বলের ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন বাবর আজম। কেন হঠাৎ নেতৃত্ব ছেড়েছেন তিনি? জানা গিয়েছে, সাদা বলের ক্রিকেটের কোচ গ্যারি কার্স্টেন ও সহকারী কোচ আজহার মাহমুদের উপর ক্ষুব্ধ বাবর। তাঁদের বিরুদ্ধে সরাসরি ক্রিকেট বোর্ডের কাছে অভিযোগ করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক।

চলতি বছরই বাবরের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খারাপ ফল করেছে পাকিস্তান। নক আউটে যেতে পারেনি তারা। কেন দল খারাপ খেলল তার রিপোর্ট কোচদের কাছে চেয়েছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। সেখানে নাকি কার্স্টেন ও মাহমুদ পুরো দায় বাবরের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তাতেই চটেছেন বাবর। আর সেই কারণেই নাকি তিনি আবার অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন। পাক ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, কার্স্টেন ও সহকারী কোচের রিপোর্টে বাবর সন্তুষ্ট নয়। ওর মনে হয়েছে পুরো দায় কেবলমাত্র ওর উপর চাপানো হয়েছে। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তাতে বাবর আরও ক্ষুব্ধ। সেই কারণেই ও আর অধিনায়ক থাকতে চায়নি। নকভিকে সব কথা জানিয়েছে বাবর। ওর মতে, এক জন অধিনায়কের সঙ্গে এই ভাবে কোনও কোচ ব্যবহার করতে পারে না। বোর্ডকে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছে বাবর। আরও একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বোর্ডের উপরেও খুব একটা খুশি নন বাবর। দ্বিতীয় বারের জন্য যখন তাঁকে অধিনায়ক করা হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল, টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব সামলাবেন তিনি। এক দিনের দলের নেতৃত্বের কথা জানানো হয়নি। দীর্ঘ দিন পাকিস্তান এক দিনের ক্রিকেট খেলেনি। এই পরিস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনিই অধিনায়ক হবেন কি না তা নিয়ে সংশয়ে ছিলেন বাবর। সেই কারণে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব ছেড়েছেন তিনি। বাবর নেতৃত্ব ছাড়ার পরে সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের পরবর্তী অধিনায়কের নাম ঘোষণা করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না বোর্ড। কোচ কার্স্টেন, প্রধান নির্বাচক আসাদ শফিক ও নির্বাচক কমিটির কয়েক জনকে তিনি সময় দিয়েছেন। তার মধ্যে ভেবে পরবর্তী অধিনায়কের নাম জানাতে বলেছেন নকভি।

জোড়া গোল করে ইন্টার মায়ামিকে জেতালেন মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার ট্রফি জিতলেন লিয়োনেল মেসি। পেশাদার ফুটবল জীবনে এই নিয়ে ৪৬ বার। বাকি ফুটবলারদের থেকে বেশি। বুধবার ইন্টার মায়ামি ৩-২ গোলে হারাল কলম্বিয়া ক্লবকে। জোড়া গোল করে দলকে সাপোর্টার্স শিল্ড জেতাতে অবদান রেখেছেন মেসি।

প্রথমার্ধের শেষ দিকে পর পর দু'টি গোল করেন মেসি। অপর গোলটি করেছেন লুই সুয়ারেস। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি বাঁচিয়েছেন মায়ামির গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার। তাতেই মায়ামির সাপোর্টার্স শিল্ড নিশ্চিত হয়। প্রতি বছর যে দলের ঘরোয়া মরসুম সবচেয়ে ভাল থাকে তারাই এই ট্রফি জেতে। লিগ কাপের পর মায়ামির হয়ে এই নিয়ে দ্বিতীয় ট্রফি জিতলেন মেসি।

এই জয়ের ফলে মেজর লিগ সকারের প্লে-অফে ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে মায়ামি। পাশাপাশি অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সেরা তিন প্রথম রাউন্ড সিরিজ়রে খেলা হবে। মায়ামি সেই সিরিজ জিততে পারলে মরসুমের বাকি সবক'টি ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে। তার মধ্যে ইস্টার্ন কনফারেন্স সেমিফাইনাল, ইস্ট ফাইনাল এবং এমএলএস কাপ ফাইনাল রয়েছে।

ম্যাচের পর মেসি বলেছেন, তআমি জানতাম গোটা দল এই ট্রফির জন্য নিজেদের উজাড় করে দেবে। ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানোর সুযোগ রয়েছে আমাদের। আগামী দিনে কী আসতে চলেছে সেটা আমরা জনি। সব ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলতে পারলে আমাদের কাছে বিরাট সুবিধা হবে। আমরা সে দিকে তাকিয়ে আছি। কারণ ঘরের মাঠে আমরা খুবই শক্তিশালী।

বিশ্বরেকর্ড থেকে বঞ্চিত অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার বিশ্বরেকর্ড করতে পারতেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সে দিনই দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশকে হারিয়ে ২-০ সিরিজ জিতেছে ভারত। সিরিজ়রে সেরা হয়েছেন অশ্বিন। এই পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বরেকর্ড হত অশ্বিনের। কিন্তু এক বছর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের একটি পদক্ষেপের কারণে তা করতে পারলেন না তিনি।

এখনও পর্যন্ত টেস্টে ১১ বার সিরিজ়রে সেরা হয়েছেন অশ্বিন। তিনি ছুঁয়েছেন শ্রীলঙ্কার মুথাইয়া মুরলিথরনকে। এত দিন মুরলির ১১টি সিরিজ সেরার ট্রফি ছিল। অর্থাৎ, এই মুহূর্তে টেস্টে সবচেয়ে বেশি বার সিরিজ়রে সেরা হয়েছেন মুরলি ও অশ্বিন। আর এক বার এই কীর্তি করলে বিশ্বরেকর্ড করবেন অশ্বিন। এখানেই উঠে আসছে অন্য একটি গল্প। এ বারই নিজের ১২তম সিরিজ সেরার পুরস্কার পেতে পারতেন অশ্বিন। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ়রে বিরুদ্ধে সিরিজ জিতেছিল ভারত। দুই টেস্ট মিলিয়ে ১৫টি উইকেট নিয়েছিলেন অশ্বিন। সিরিজ়রে সেরা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে সকলের আগে ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সিরিজ শেষে সেই পুরস্কার দেয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। সেই পুরস্কার পেলে এ বারই মুরলিকে ছাপিয়ে যেতেন অশ্বিন।

ধোনিকে নকল করতে যাওয়া সতীর্থের উপর বিরক্ত রোহিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অক্ষর পটেলের উপর বিরক্ত হলেন রোহিত শর্মা। মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে নকল করার চেষ্টা করছিলেন অক্ষর। কিন্তু ঠিক ভাবে করতে পারেননি তিনি। ফলে তাঁর উপর রেগে যান রোহিত। অক্ষরকে বোঝান, কী ভাবে তাঁর নকল করা উচিত ছিল।

ঘটনাটি ঘটেছে একটি অনুষ্ঠানে। সেখানে গিয়েছিলেন ভারতীয় দলের কয়েক জন ক্রিকেটার। রোহিত ও অক্ষর ছাড়া সেখানে ছিলেন সূর্যকুমার যাদব, শিবম দুবে ও আরশদীপ সিংহ। সেখানেই একটি মজার খেলা চলছিল। সেই খেলা চলাকালীনই বিরক্ত হন রোহিত।

ক্রিকেটারদের একটি করে কার্ড দেওয়া হয়েছিল। সেখানে অন্য এক ক্রিকেটারের নাম লেখা ছিল। কার নাম লেখা রয়েছে সেটি তিনি দেখতে পাবেন না। অন্য এক জন অভিনয় করে সেই ক্রিকেটারের নাম বোঝানোর চেষ্টা করবেন। রোহিতের হাতের বোর্ডে ছিল ধোনির নাম। অক্ষর তাঁকে অভিনয় করে দেখাচ্ছিলেন। তিনি একটি ছক্কা মারার অভিনয় করেন। রোহিত বুঝতে পারেননি। তিনি বলেন, তসব ক্রিকেটারই তো এ ভাবে ছক্কা মারে।দ

তার পরে সূর্যকুমার রোহিতকে জানান, তিনি অভিনয় করে দেখাচ্ছেন। সূর্য ধোনির পরিচিত হেলিকপ্টার শট মারেন। সেটা দেখেই রোহিত ধোনির নাম বলেন। তার পরে অক্ষরের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে রোহিত বলেন, তহেলিকপ্টার মারতে হত। তা হলে আগেই বুঝতে পারতাম। ভাল করে অভিনয়ও করতে পারিস না।দ রোহিতের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত বাকিরা হেসে ফেলেন।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

অপরাধের আওতায় আনার দরকার নেই বৈবাহিক ধর্ষণকে

সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: বিবাহিত সম্পর্কে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে তাকে অপরাধ বলে দেগে দিতে নারাজ কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টকে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, ওই ধরনের ঘটনাকে যেন ফৌজদারী অপরাধের তালিকায় ফেলা না হয়। কারণ, হিসাবে দেশের শীর্ষ আদালতে তিনটি যুক্তি পেশ করেছে তারা।

কেন্দ্রের প্রথম যুক্তি হল, বিবাহিত মহিলাদের অধিকার নিয়ে দেশে যা আইন রয়েছে, তাই ওই ধরনের ঘটনা ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট। তার জন্য আলাদা করে ওই ঘটনাকে অপরাধের তালিকাভুক্ত করার দরকার নেই। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র বলেছে, ওই ধরনের ঘটনাকে অপরাধের তালিকায় ফেলা সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার আওতাভুক্ত নয়। কেন্দ্রের তৃতীয় যুক্তিটি হল, বৈবাহিক সম্পর্কে ধর্ষণের ঘটনা যত না আইনি বিষয়, তার থেকে অনেক বেশি একটি সামাজিক বিষয়। তাই ওই বিষয়ে সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

তবে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধের তালিকায় ফেলতে না চাইলেও কেন্দ্র মেনে নিয়েছে যে, বিয়ে কখনওই মহিলাদের সম্মতি দেওয়ার বা সম্মত হওয়ার অধিকার কেড়ে নেয় না। তাই সেই অধিকার ভাঙলে তার আইনি পরিণাম ভুগতেই হবে। যদিও কেন্দ্র একসঙ্গেই জানিয়েছে, বৈবাহিক সম্পর্কে ওই অধিকার ভঙ্গের শাস্তি এক রকম হওয়ার কথা। কিন্তু তা বিবাহের বাইরে হলে অন্য ভাবে বিবেচ্য। কেন্দ্রের বক্তব্য, বিবাহ কখনওই স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সম্পর্কে বাধ্য করার অধিকার দেয় না স্বামীকে। তবে ওই ধরনের ঘটনা ঘটলে অপরাধীকে ধর্ষণ বিরোধী আইনে শাস্তি দিলে, বিচারে সমতা থাকবে না।

ধর্ষণ বিরোধী আইন নিয়ে দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিরোধীরা। পশ্চিমবঙ্গে আরজি করের ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপিও। অথচ কেন্দ্রের সেই বিজেপি সরকারই বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধের আওতায় ফেলতে না চেয়ে বলেছে, ''বৈবাহিক সম্পর্কে এক জন বিবাহিত মহিলার সম্মতি জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ করেছে। 'গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মহিলাদের রক্ষা করার আইন ২০০৫'-এ বিবাহিত মহিলারা সাহায্য পেতে পারেন।''

হরিয়ানার ভোটের জোরদার প্রস্তুতি

দুপুরে বিজেপি, বিকেলে কংগ্রেসে যোগ জনপ্রিয় নেতার

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: ঘড়িতে তখন দুপুর ১টা বেজে ৪৫ মিনিট। বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন হরিয়ানার প্রাক্তন সাংসদ অশোক তানওয়ার। দলের অন্য নেতা-কর্মীদের সঙ্গে হাঁটছিলেন মিছিলে। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে ছবিটা বদলে গেল। ওই নেতাকেই দেখা গেল অন্য মঞ্চে। খোদ রাহুল গান্ধির হাত থেকে কংগ্রেসের পতাকা তুলে নিলেন অশোক। ফিরলেন নিজের পুরনো দলে। দু'দিন পরে হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই ঘটনা নতুন উত্তাপ যোগ করেছে সে রাজ্যের রাজনীতিতে।

হরিয়ানার জনপ্রিয় দলিত নেতা অশোক। ২০১৯ সালে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন তিনি। তার পর অনেক রাজনৈতিক দলে ঘুরেছেন। প্রথমে কিছু দিনের জন্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ২০২২ সালে যোগ দেন আম আদমি পার্টিতে। তার পর চলতি বছরের শুরুর দিকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন অশোক। ভোটের মুখে আবার কংগ্রেসেই ফিরলেন তিনি। তাঁর এই যোগদান ভোটপ্রচারের শেষলগ্নে হরিয়ানায় কংগ্রেসকে নতুন অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করছেন অনেকে।

নলওয়ার বিজেপি প্রার্থী রণধীর পানিহারের হয়ে বৃহস্পতিবার প্রচারে নেমেছিলেন অশোক। বিধানসভা ভোটের প্রচারের শেষ দিনেই চমক দিলেন তিনি। দুপুরে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে ভোট চাওয়ার পর বিকেলেই দল বদলে ফেললেন। বৃহস্পতিবার মহেন্দ্রগড়ে একটি প্রচার সভায় গিয়েছিলেন রাহুল। ভাষণ শেষে তিনি ভিড়ের উদ্দেশে জানান, একটি চমক অপেক্ষা করছে তাঁদের সকলের জন্য। তার পরেই অশোকের কংগ্রেসে ফেরার কথা তিনি মঞ্চে ঘোষণা করেন। বলেন, 'অশোকের ঘরওয়াপসি হল।' বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপালও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৫ অক্টোবর, শনিবার হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে বৃহস্পতিবারই ছিল প্রচারের শেষ দিন। হরিয়ানায় এক দফাতেই হবে ভোট। আগামী ৮ অক্টোবর ভোটের ফল জানা যাবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি-সহ ৫ কূটনীতিককে অপসারণ করল বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা, ৩ অক্টোবর: জল্পনা দানা বেঁধেছিল শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরেই। শেষ পর্যন্ত তা সত্য হল। দিল্লিতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার মহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানকে অপসারণ করল মুহাম্মদ ইউনূস পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকার।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মোস্তাফিজুর-সহ মোট পাঁচ জন উচ্চপদস্থ কূটনীতিককে ঢাকায় ফেরার নির্দেশ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ মন্ত্রক। এঁরা হলেন রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মহম্মদ আব্দুল মুহিত, অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় নিযুক্ত হাই কমিশনার আল্লামা সিদ্দিকি, বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে রাষ্ট্রদূত মাহবুব হাসানসালেহ এবং পর্তুগালের লিসবনে রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ। এই প্রত্যেকেই পূর্বতন সরকারের 'ঘনিষ্ঠ' হিসাবে পরিচিত ছিলেন বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি বিদেশ মন্ত্রকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মহম্মদ নাজমুল হক পাঁচ কূটনীতিককে অপসারণের ওই নির্দেশিকা জারি করেছেন বলে প্রকাশিত খবরে দাবি। বাংলাদেশে ইউনূস পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর অগস্টের চতুর্থ সপ্তাহে দুই কূটনীতিক, নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনে কর্মরত শাবান মাহমুদ এবং কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনে কর্মরত রঞ্জন সেনকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তার পর ২৯ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমকে ঢাকায় ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

জেরুজালেমের বাঙ্কারে বিয়ে সারলেন এক দম্পতি, ভাইরাল ভিডিও: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বুধবার রাতে ইজরায়েল জানিয়েছে, লেবাননের দক্ষিণে হিজবুল্লার সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের আট জন সেনার মৃত্যু হয়েছে। তবে কী ভাবে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্ট করেনি তেল আভিভ। অন্য দিকে, বুধবার গভীর রাতেই লেবাননের রাজধানী বেরুটের মধ্যভাগে পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এরই আতঙ্কের পরিবেশের মাধ্যমে, জেরুজালেমের এক বাঙ্কারে বিয়ে সারলেন এক যুগল। তখনও জানতেন না বাইরে কী হতে চলেছে। শুধু আংটি বদলটা সারতে পেরেছিলেন ওই দম্পতি। বিয়ের বাকি আচার পালন তখনও বাকি ছিল। আচমকাই ইজরায়েলের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে ইরান। চার পাশে তখন কান ফাটিয়ে বাজছে সাইরেন। যে যার মতো ছুটে পালাতে থাকেন। বাকি সকলের সঙ্গে ওই দম্পতিও আশ্রয় নেন. । তার পর সেখানেই একে অপরের হাত ধরে বিয়ের পোশাক পরে নাচ করেন নতুন বর-কনে। সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 79/2024-25 & Memo No.: 1165, Date: 03.10.2024,** for **02 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **28.10.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

উত্তর পূর্বরেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিশ
ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য (ই-টেন্ডার) অনলাইনে অবাধ টেন্ডার আহ্বান করেছেন।
ক্রম নং -১, ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : ডিইএন-এমডব্লুএস-২০২৪-০৮, গোরক্ষপুরে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ এবং স্টোর ডিপার্টমেন্টের সুপার স্ট্রাকচার এবং সমগ্র ভবনের কাঠামোর স্থায়িত্ব পরীক্ষা, আনুমানিক ব্যয় : ১১,৬৯,৭১৭.০৪ টাকা, বায়না জমা : ২৩,৪০০ টাকা, ডেন্টার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : ২৯.১০.২০২৪ তারিখ বেলা ১১ টা।
● উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়েবসাইট : *http://www.ireps.gov.in* থেকে।
চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/এম ডব্লু, গোরক্ষপুর
CPRO/Yantrik-63
কখনও ছাদে এবং ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
TENDER NOTICE
e-NIT No:06/EE/WBSRDA/S24/SF/2024-25 dt. 01.10.2024, e-NIT No: 07/EE/WBSRDA/S24/PHED/2024-25 dt. 01.10.2024 For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, The Executive Engineer, **WBSRDA,** South 24 Parganas Division invites percentage rate **i) e-NIT No: 06/EE/WBSRDA/S24/SF/2024-25 dt. 01.10.2024** for Construction/ upgradation / maintenance of 2 nos. of road under State Fund & **ii) e-NIT No: 07/EE/WBSRDA/S24/PHED/2024-25 dt. 01.10.2024** for Restoration of 8 nos. of road under PHE Fund. The Last date of bid submission for two number of **NITs is 23.10.2024 at 17.30 hours.** Details of which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 43/E.O. Kh-II / 2024-25 (2nd Call), Tender ID: 2024_ZPHD_761266_1 to 7** for Submersible Pump and **NIeT No.- 45/E.O. Kh-II / 2024-25 (2nd Call), Tender ID: 2024_ZPHD_ 761288_1 to 4** for Tube Well under Block area. Last date of bids ends on **25.10.2024 up to 11:00 AM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 44/E.O. Kh-II / 2024-25 (2nd Call), Tender ID: 2024_ZPHD_761270_1** for DG Set Generator and **NIeT No.- 46/E.O. Kh-II / 2024-25, Tender ID: 2024_ZPHD_ 761337_1** for CC Bridge under Block area. Last date of bids ends on **06.11.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 27/WS/Eng/24 Dt. 01.10.24
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC
SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER 2nd call
N.I.E. ET. No. 44/PW/Eng/24 Dt. 09.09.24
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC
SE,
Asansol Municipal Corporation

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE
1) Name of the Work: Annual Maintenance of existing Pay And Use Toilet within DMC area for Three Years.
e-Tender No. : WBDMC/SWM/NIT-7/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_761401_1 • Amount : Rate Contract
Last Date : 22nd October 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

Painta-I Gram Panchayat
Chhotobainan, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is hereby invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **1 no.** development works vide **NIT No.: 04/424/P-I/2024, Date: 01.10.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **01.10.2024 from 06:00 PM.** Bid Submission end Date (Online): **21.10.2024 up to 06:00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposal (Online): **24.10.2024 at 12:00 Noon.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Painta-I Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 137 to 141/2024-2025 Dated- 03-10-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Uttar Dinajpur, Malda, Nadia, Purba Medinipur & Darjeeling District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **04-10-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **28-10-2024 upto 3.00 pm**
Date: 03.10.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

আসছে পুজো

মহম্মদ মোজহারুল হামিদ

শিউলিতলার আলপনাতে
আগমনীর ঘ্রাণ,
আলোয় হাওয়ায় যাচ্ছে মিশে
খুশির ঐক্যতান।
রোজই সকাল হলে
রোদ ধরবে বলে
তাল গাছটার পাতায় পাতায়
কী যেন আনচান।

সাজো সাজো রব তুলে কে
দিলে ভীষণ তাড়া,
পদ্ম শালুক উপবনে
উঠল মেতে কারা!
ভরা নদীর কুলে
উঠল কারা দুলে
চামর দোলায় করলে শুরু
পুজোর কড়া নাড়া।

কবিতা

মিলন

সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দোদুল দোলে কাশফুলেরা
পদ্ম ফোটে বেশ,
বাতাস জুড়ে আলগা শিহর
মনেতে তার বেশ।

ইষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম
ডাকছে কুটুম পাখি,
নীলকণ্ঠ হতেই পারে
নেই রে পুজোর বাকি।

দীঘল টানা মায়ের চোখের
দর্শনটি পেতে,
মুখিয়ে আছে হৃদয়খানি
দুগ্গাতলায় যেতে।

প্রার্থনা হোক মঙ্গলদীপ
জ্বলুক সবার ঘরে,
মিলন মেলায় মিলন ঘটুক
আপন এবং পরে।

ভয়ে

ছোট গল্প

মোহন দত্ত

— ভগবানের নামে দে — দে — বাবা ।

বাবু দে দে দশটি টাকা। দুদিন পেটে কিছু পড়েনি।

একটু থমকে দাঁড়ালাম। ভীষণ রাগ হলো। হাড্ডা-গোড্ডা শরীর। শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে। বললাম — ভিক্ষা করিস কেন? খেটে খেতে পারিস না। আর ভগবান ভগবান করিস কেন? ভগবান থাকলে তুই ভিখারী আর আমি এমন হতাম নাকি ।

— বাবু এমন করে বলবেন না । সবই তার বিচার। হয়তো আগের জন্মে আমিই আপনার মতো ধনী ছিলাম। অর্থের অহংকারে কাউকে কিছু দান-ধ্যান ভিক্ষা দিতাম না। হয়তো — হয়তো —

আর কিচ্ছু শোনার মতো ইচ্ছা রইলো না। জবাবও দেবার ইচ্ছা নেই। বউ হাত ধরে টানছে। — কেন মুখ লাগাচ্ছো। ওদের অভিশাপ লেগে যায় — ।

আমারও মাথাটা ঘুরে যায়। ভয়ে ঠং-ঠং করে দুটি দশটাকা তার থালায় দিয়ে দ্রুত মানুষের ভীড়ে মিশে যাবার চেষ্টা করলাম।

অন্তরার হাত ধরে বললাম — বসো না দু'মিনিট । চা-টা একসঙ্গে না খেলে মজা আসে না ।

বললো — দাঁড়াওগো আমার চা-টা তাহলে নিয়ে আসি। বলে আমার চা টেবিলে রেখে নিজের চা আনতে গেলো ।

সকালের চা-পেপার আর বৌয়ের কোলাহল শোনা আমার অভ্যাস। অন্তরা চায়ে চুমুক দিয়ে বললো — শুরু করো তোমার ফালতু পেচাল।

— ভেরি ইনটারেস্টিং। পেপার থেকে মুখ তুলে বললাম — ধরো একটি অতি সুন্দরি কুমারী নাবালিকা মেয়ে একটি মন পসন্দ ছেলেকে ডেকে জানালো তার মনের ইচ্ছা। ছেলেটি আপত্তি না করে খুশি মনে মেয়েটির ইচ্ছাকে স্পর্শ করলো। ফলতঃ যা হবার ছিল তাই হলো। মেয়েটি একটি পুত্রের জন্ম দিলো। স্পর্শের পরেই ছেলেটি যথারীতি চলে যায়। ফিরেও আসে নি। বিবাহ তো দূরের কথা। মেয়েটি লোক লজ্জার ভয়ে সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দেয়। কেউ যেন জানতেও না পারে। জানাজানি হলে যদি বিয়ে না হয়।

মাঝপথে আমাকে থামিয়ে অন্তরা বললো — এসব গাঁজখোরি স্টোরি পাও কোথায়। আজের পেপারে দিয়েছে বুঝি। পেপারওয়ালারাও যত্তসব খবর খুঁজেও পায়। ওমন ছেলেকে গাছে বেঁধে পিটাতে হয়। অসভ্য কোথাকার! দেশে আইন-আদালত বলে কিছু নেই। পক্কো আইনে শয়তানটাকে ফাঁসিই দেওয়া উচিৎ।

— দাঁড়াও আমাকে বলতে দাও।

— বলবে আর কী। মেয়েটারও কী লজ্জাশরম বলে কিছু নেই। বিয়ের আগেই এমন ইচ্ছে। অসভ্য ইতর বেহায়া। এসব দেখেই দেখেই তো আর পাঁচজন জাহান্নমে যায়।

এবার ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম। — জানো মেয়েটি কে ?

— সে আমার জানার দরকার নেই। নিজের মেয়ে হলেও দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতাম ।

— ঠিক আছে আগে মেয়েটির নাম শোনো। ইনি মহাভারতের কুন্তি।

নাম শুনে পাঁচবার কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো — ছি— ছি— তুমি কী আর শুধরাবে না। তুমি তো ডুবেইছো আমাকেও ডোবাবে। ভগবানের নামে এসব বলাও পাপ — ভাবাও পাপ । ঘরে দু-দুটো অবিবাহিত মেয়ে আছে। ভগবানকে ভয় করতে শেখো। সবই ভগবানের লীলা। ভগবানের কর্মের মধ্যেও শিক্ষা আছে। তা বোঝার চেষ্টা করো। ধর্ম মানো। ঈশ্বর মানো। এতেই মানুষের মঙ্গল।

এরপর আমি আর কী বলি। ঈশ্বরের ভয়ে থেমে গেলাম। ২২০ সুগার। ১১.৮ থায়োরায়েড। হাই বি-পি। তাই আর কথা বাড়ালাম না। সত্যিই তো অন্তরা ঠিকই বলেছে। ভগবানকে ভয় করতে হয় — কী — শাপ লাগবে তা স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না।

হঠাৎ অসময়ে রুমা বৌদির ফোন। কী ব্যাপার! অফিস টাইমে কখনো তো তার ফোন আসে না। তাহলে? অন করে বললাম — কী হলো বৌদি ?

রুমা বৌদির ভয়ে কাঁপা কাঁপা গলা। ভয়ে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। বললাম — কথা বলো, খুলে বলো, কী হঠাৎ হলো।

রুমা বৌদি বললো — একটা সাপুড়ে এসে বলছে ঘরে নাকি একটা বিষধর সাপ আছে। গোখরো সাপ। যখন তখন কাউকে কাটতে পারে। পাঁচশো টাকা চাইছে ঐ সাপটাকে ধরতে। কী করবো বুঝতে পারছি না। ভয় হচ্ছে যদি কাউকে কাটে তবে তো নির্ঘাত মৃত্যু।

বললাম — আরে এতে এতো বোঝার কী আছে। পাঁচশো টাকাই তো। টাকা আগে না জীবন আগে। দিয়ে দাও টাকা, সাপ ধরে নিয়ে যাক। বাপরে বাপ বলে কী গোখরো সাপ।

দুপুরবেলা খাবার খেতে এসে শুনলাম অনুকুলদার বাড়িতেও নাকি এমন একটা সাপ অনেকদিন ধরেই ছিলো। ভীষণ রাগী। ধরা পড়তেই খুব ফুসফাসে ফুলছিলো। পাঁচশো টাকায় রক্ষা পেয়েছে।

দুপুরবেলা খেতে বসেছি, হঠাৎ নীচে খুব হল্লা। পেছনে পাড়ার অনেকজন। — জয় মা মনসাদেবীর জয় হোক। বাড়িতে কেউ আছেন?

শব্দ শুনে সর্বানী নীচে নেমে যায়। — আয় বেটি। তোর গ্যারেজে একটি ভয়ানক বিষধর সাপের গন্ধ পাচ্ছি। খুব সাবধান! গোখরো — এক ছোবলেই শেষ।

মেয়েমানুষের মন। ভয়েই কাঁদো কাঁদো অবস্থা। মেয়ে বললো — বাবা সকালেই তো গাড়ী বের করলাম। ভাগ্য ভালো কিছু হয় নি তবে কিছু খচ খচ করছিল। ভাবলাম হয়তো ইঁদুর।

সর্বানী হাপাতে হাঁপাতে উপরে উঠে এলো। বললো — যাও যাও পরে খাবে। খাবার জন্য সারা জীবন পরে আছে। এসে গিলো। ও-রে বাবা সাপটার মুখ দেখা যাচ্ছে।

খাবার টেবিল থেকে উঠে বললাম — সাপটাকে আগেই ধরতে মানা করো। আগে আমার হাতে পাঁচশো টাকা দাও। তারপর দেখছি কী করা যায়।

সর্বানীর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে নীচে নামলাম। বলে গেলাম, সাপ ধরা না পর্য্যন্ত কেউ যেন নীচে না নামে। গেট বন্ধ রেখো ।

সাপুড়েকে ডেকে বললাম — কী-রে কোথায় সাপ। কী সাপ! কত বড়ো সাপ! অবশেষে বললাম — কার সাপ। এর আগে দুটো ধরেছিস — দেখা আগে।

সাপুরে আমতা আমতা করে বলে — ঐ দেখুন বাবু। জাত গোখরো।

— তোকে সাপ ধরতে হবে না। আমিই ওকে ধরে পুড়িয়ে মারবো।

— না বাবু ও ভয়ানক। মা মনসার পাপ লাগবে। তোর ছেলে মেয়ের ভরা সংসার।

এর পর অনেক তর্কাতর্কি। অবশেষে মারের ভয় দেখালাম। তবে মানলো। শেষ-মেষ রাজি হলো। বাজতে লাগলো তার বীন। গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলো মহান সেই বিষধর সাপ। আমাকে তার পাওনা এক হাজার টাকা ফেরত দিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচলো।

সর্বানী উপর থেকে সব দেখে বললো — সে-কী টাকা নিলো না বরং তোমাকে হাজার টাকা দিয়ে ভাগলো। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। বলতে বলতে সবাই নীচে নেমে এলো।

বললাম — ওর একটা পোষা সাপ আছে। ওকে সময় সুযোগ বুঝে সুবিধা মতো কোনো একজনের ঘরে নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দেয়। কথার জালে ঘরের মেয়েমানুষকে ভীষণ ভয় পাইয়ে টাকা দাবী করে। সাপকে কে ভয় পায় না। টাকা আগে না জীবন আগে।

বললাম — রুমাবৌদি এই নাও তোমার পাঁচশো টাকা। আর অনুকুলদা এই তোমার টাকা।

— আমার টাকাটাও তাহলে ফেরত দাও।

— এটা দিতে পারবো না। এটা আমার আজ সন্ধ্যার খোরাক । মনে করো আমিও এক সাপুড়ে।

চেতলা অগ্রণীর হাত ধরে বেনারস থেকে হরিদ্বার মিলেমিশে একাকার কলকাতায়

শুভাশিস বিশ্বাস

শহর কলকাতার পুজোর তালিকায় অবশ্যই একেবারে প্রথম দিকে থাকবে চেতলার অগ্রণী ক্লাবের পুজো। ২০২৪-এ ৩৩ বর্ষে পা দিয়েছে চেতলা অগ্রণী। চলতি বছরের থিম, গঙ্গা বক্ষে দূষণ। আর এই থিমে মিলে মিশে একাকার গঙ্গা পাড়ের দুই শহর কলকাতা ও বারাণসী। আর এই থিমের সূত্র ধরেই এবার শোভা পাবে মা গঙ্গা। সঙ্গে পুজোর কটা দিন মিলবে বেনারসের ছোঁয়াও। শহরে বসে একেবারে সামনে থেকে দেখতে পাবেন কাশী, বেনারস ঘাটের গঙ্গা আরতি। শুধু বেনারস নয়, হরিদ্বারের গঙ্গা আরতিও দেখার সুযোগ পাবেন বলেই জানাচ্ছেন চেতলা অগ্রণীর পুজো উদ্যোক্তারা।

আর এই থিমকে বাস্তবায়িত করতে এই চেতলার মাটিতেই তৈরি হচ্ছে বেনারস ঘাট, হরিদ্বারের ঘাট। যার পাশ দিয়েই বয়ে যাবে গঙ্গা। এই সবটাই দেখা যাবে পুজো মণ্ডপে। বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে গঙ্গার ঢেউও ক্রিয়েট করা হবে। সঙ্গে দেখানো হবে গঙ্গা আরতিও। মণ্ডপে গেলেই কাশী ঘাটের অনুভূতিও পাবেন দর্শনার্থীরা এমনটাই জানালেন পুজো উদ্যোক্তারা। সঙ্গে এও জানান, এই থিমের মাধ্যমে চেতলা অগ্রণীর তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে গঙ্গা দূষণ রোধের বার্তা।

গত বছরের মতো চলতি বছরও শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় সেজে উঠছে মণ্ডপ। পুজোর থিম নিয়ে শিল্পী জানাচ্ছেন, ফিরহাদ হাকিম প্রথম বলেছিলেন গঙ্গা দূষণ নিয়ে যদি কিছু করা যায়। সেখান থেকেই এই ভাবনা শুরু। হিন্দুদের যে কোনও অনুষ্ঠানে গঙ্গা জল আবশ্যিক। জন্মগ্রহণের প্রথম মুহূর্তে থেকে জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত সবকিছুতেই জড়িয়ে আছে এই গঙ্গা। আর গঙ্গা জল ছাড়া কোনও পুজোও হয় না। এদিকে এই গঙ্গার দূষণ বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সেই ভাবনা মাথায় রেখে এই বিষয়ে আমজনতার সচেতনতা বাড়াতেই প্রচারে এমন থিমের পরিকল্পনা।

এরই রেশ ধরে শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এও জানান, একটা জায়গায় বা একটা মাঠে তো গঙ্গাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। গঙ্গাপাড়ের উপলব্ধি যাতে মানুষ করতে পারেন, তার প্রচেষ্টা ছিল প্রথম থেকেই। এবার সেটাই মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পুজোকে কেন্দ্র করে পুজোর কয়েকটা দিন নামে জনপ্লাবন। ৫০ লাখের বেশি মানুষ এই পুজো দেখতে আসেন বলে দাবি করলেন পুজো উদ্যোক্তারা। তাই মানুষ যাতে এখানে কিছু এসে চাইতে পারেন, হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা খুঁজে পান সেই কারণেই এমন পরিকল্পনা। কারণ, দরশনার্থীরা যদি অন্তরে অনুভব করতে পারেন আগামী দিনে মা যে কোনও পরিস্থিতিতে সঙ্গে আছেন তা তাঁদের কাছে এক বিরাট শক্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। যে কোনও পরিস্থিতির মোকবিলা তাঁরা অত্ সহজেই করতে পারেবন। এই সব কথা মাথায় রেখেই গঙ্গাকে এবার চেতলা অগ্রণীর পুজোর থিমের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

এর পাশাপাশি অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে দক্ষিণ কলকাতার আরও বেশ কয়েকটি হেভিওয়েট পুজোও। যার মধ্যে প্রথমেই থাকবে একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাব। বাঙালির কাছে একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাবের পুজো না দেখা হলে পুজোর আনন্দটাই একেবারে মাটি এটা বলাই যায়। ২০২৪-এ একডালিয়া তার মণ্ডপ তৈরি করছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অনুকরণে। একডালিয়ার প্রতিমা হয় সাবেকি ঘরানায়। মায়ের বিশালাকার মূর্তি নজর কাড়ে দর্শনার্থীদের।

পাশাপাশি কোনওভাবেই ছাড়া যায় না দেশপ্রিয় পার্কের পুজোও। এবারের দুর্গাপুজোয় তাদের থিম 'এবার ভুবনেশ্বরী'। দক্ষিণ কলকাতার এই আইকনিক পূজা প্যান্ডেলের জন্য প্রতিমা তৈরি করছেন শিল্পী প্রদীপ রুদ্র পাল।

দক্ষিণের পুজোর মধ্যেয় আরও একটি হেভিওয়েট পুজো হল সুরুচি সংঘের পুজো। এবারে তাদের পুজোর থিম পুরনো সেই দিনের কথা। এরসঙ্গে বাদামতলা আষাঢ় সংঘের পুজো কোনও ভাবেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বাদামতলা আষাঢ় সংঘের এবারের থিম 'উৎসবের চলচিত্রে'।

পাঁচলার ঘোষবাড়ির ৩৫১ বছরের পুজো

অষ্টমীর গভীর রাতে মণ্ডপের চালার উপর বসে দুটি পেঁচা, যা আজও রহস্য!

অসীম কুমার মিত্র

প্রাচীন দুর্গাপুজো বলতে প্রথমেই মনে আসে বাড়ীর পুজোর কথা। বনেদি বাড়ীর বর্তমান সদস্যরা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য আজও নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পুজোয় পূর্বের সেই জৌলুস কিংবা আড়ম্বর আজ হয়ত আর ততটা নেই, তবুও পারিবারিক পুজোগুলি এখনও অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপিত হয়ে আসছে।

সেরকমই এক পুজোর কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে, হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাঁচলা থানার অধীন জুজারসাহা অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত কানাইডাঙ্গা (কুলডাঙ্গা) গ্রামের ঘোষ বাড়ির হরগৌরী পুজোর কথা। ৩৫০ বছর পার করা এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী। গোড়া থেকেই এখানে হরগৌরীর পুজো উদযাপিত হয়ে আসছে একই রীতি মেনে । ঘোষ বাড়ির বর্তমান এক সদস্য অয়ন ঘোষের কথায় জানা গেল, নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের আমলে এই ঘোষ বাড়ির পুজোর সূচনা হয়। এই পুজো পাঁচলা থানার সবচাইতে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজো। অয়নবাবু জানালেন, তৎকালীন পরিবারের কর্তার সাত পুত্র ছিল, যা থেকে আজ সাতবংশের ঘোষবাড়ি তথা ঘোষপাড়া। বর্তমান প্রজন্ম তার দ্বাদশ উত্তরসূরি। প্রথম থেকেই এখানে অত্যন্ত শুদ্ধাচারে ও নিয়মরীতি মেনে পুজো চলে আসছে। পূর্বে এখানে পুজো করত মাঝের পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র পাত্র এবং শ্রীধাম ঘোষের পূর্বপুরুষেরা। কিন্তু তাদের অহংকার ও দাম্ভিকতায় রুষ্ট হয়ে দেবী ঐ স্থান পরিত্যাগ করে চলে আসেন ঘোষপাড়ার মণ্ডপে। সেই থেকে আজ অবধি ঘোষপাড়ার মণ্ডপেই দেবী পুজিত হন। এখানে দুর্গা দেবীরূপে নয়, বাড়ীর কন্যা হিসাবে পুজিত হন। দশভূজার পরিবর্তে দ্বিভূজা হরগৌরী প্রতিমারূপে পুজিত হন দেবী। এই মূর্তিকেই পরিবারের কন্যারূপে বাড়ির পাশের পুকুরে দর্শন করে পুজো শুরু করেছিলেন তৎকালীন গৃহকর্তা। এই অঞ্চলে অনেক পুজো হলেও এই দেবী এখানে পরিচিত 'বড়মা' বলে। পুরোহিত, মালাকার, কুমোর, ঢাকি — সবাই বংশ পরম্পরায় এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন আজও পর্যন্ত। হাওড়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত বিনলা গ্রামের বিখ্যাত মৃৎশিল্পী অশোক কুণ্ডু এখানকার প্রতিমা তৈরি করছেন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। ঘোষ বাড়ির পুজো আরম্ভ হয় প্রতিপদ থেকে। মা দুর্গার কৃপায় প্রাপ্ত রূপোর মোহর দিয়ে পুজো শুরু হয়। গঙ্গাজলে পুজোর সব সামগ্রী ধোয়া হয় । যে জল রাখা হয় মন্দিরের পাশের ভাঁড়ার ঘরের বিশাল চৌবাচ্ছায়। মহালয়া থেকে দশমী পর্যন্ত গ্রামের সমস্ত মানুষ নিরামিষ আহার করেন। পুজোর প্রধান নৈবেদ্য হয় এক মন পাঁচ সের চালের। নৈবেদ্য ও ফল কাটার সময় মুখে কাপড় বাঁধা থাকে। যাতে কথা না বলা যায়। ফল কাটতে গিয়ে কারও যদি হাত কেটে যায়, সে আর ফল কাটতে পারবে না। এমনকি ওই বঁটি এবং ফলও বাতিল করতে হবে। কারণ এখানকার পুজোয় রক্তপাত একেবারেই নিষিদ্ধ। যেকোনো প্রকার বলিও নিষিদ্ধ এখানে। মর্তমান কলা বা তার পাতা ব্যবহার করা হয় না এখানকার পুজোয়। পূর্বে সন্ধিপুজোর সময় কামান দাগা হত। এখন অবশ্য তা আর হয় না। গোড়া থেকেই ঘোষ বাড়ির পুজোর মণ্ডপ দো-চালা। আজও সেইরকমই রয়েছে। কারণ ওখানে কোনও সিমেন্টের পাকা ছাদ করা যাবে না ।মণ্ডপের দক্ষিণদিক খোলা। সেকারণে পাড়ায় মণ্ডপের আগে কোনও বাড়ি মণ্ডপের দিকে পিছন করে দক্ষিন দিকে মুখ খোলা রাখা যাবে না ।পুজোর মণ্ডপের সামনে বহু পুরানো একটি বেলগাছ রয়েছে, যেটা কখনই মণ্ডপের চালা ছাড়িয়ে বাড়ে না, পাশে বাড়ে। প্রতিবছর অষ্টমীর দিন গভীর রাতে দুটি লক্ষ্মী পেঁচা নিঃশব্দে মণ্ডপের চালার উপর এসে বসে। কিছুক্ষণ পর তারা আবার উড়ে চলে যায়। এই রহস্যের কিনারা আজও করতে পারেনি ঘোষপাড়ার বাসিন্দারা। এখানকার হরগৌরী পুজোর মাহাত্ম শুনে বর্ধমানের মহারাজ প্রায় ৯৬ বিঘা জমি দান করেছিলেন ঘোষ পরিবারকে। বিভিন্ন মৌজায় অবস্থিত এই জমির আয় থেকে পুজো হয়। মণ্ডপ-সংলগ্ন ২৮ বিঘা জমি নিষ্কর ছিল। এখন পুজো মণ্ডপের জমিটা ছাড়া সমস্ত জমিই সরকার নিয়েছে। বিনিময়ে কোনও ক্ষতিপূরণই ঘোষবাড়ির কর্তারা পাননি ।এখন পুকুরের মাছ বিক্রি করে সেই টাকায় পুজো চলে। এই পুজোর জন্য কোনও চাঁদা তোলার নিয়ম নেই। ঘোষবাড়ির এই পুজোয় এলাকার বহু মানুষের সমাগম হয়। আগে দশমীর দিন এখানে মুড়ি, খই, নাড়ু বিতরণ করা হত। কয়েকবছর হল তা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে তার জায়গা নিয়েছে নরনারায়ণ সেবা। দশমীতে সমগ্র কুলডাঙ্গাবাসী মেতে ওঠে সিঁদুর খেলায় ও মিষ্টিমুখে। রীতি মেনে আজও প্রতিমা বিসর্জন হয় বাঁশের দোলায় বাড়ির যুবকদের কাঁধে চেপে।

ঘোষবাড়ির এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজোকে কেন্দ্র করে বিশাল জনসমাগমের মধ্যে এক সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে — এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।